NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভিড় হবেই, নিয়ন্ত্রণের দায় কার ?

বিনিয়োগের সেরা ঠিকানা এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড ৮

কলকাতা ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.02.2025, Vol.18, Issue No. 257 8 Pages, Price 3.00

শিবরাত্রির অমৃতস্নান...

বুধবার মহা শিবরাত্রির দিন শেষ হল প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের শাহি স্নান। এদিন স্নানরত পুণ্যার্থীদের উপর গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো হয়।

বিধানসভার রোডম্যাপ নিয়ে আজ তৃণমূলের মেগা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে মেগা বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুথ স্তরের কর্মীদের নিয়ে সভা করতে চলেছেন তৃণমূলনেত্রী। দলের সমস্ত অঞ্চল সভাপতি থেকে জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যদের উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। সঙ্গে রাজ্যের সব নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, মেয়র, কাউন্সিলর এমনকী পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধিরাও। এই সম্মেলন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রোডম্যাপ ঠিক করে দিতে পারেন দলীয় কর্মীদের। সেই দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছেন তৃণমূলের নেতারা। নির্বাচনের আগে দলের শক্তি বৃদ্ধি করতে কিছু রদবদল করা হতে পারে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল এখন থেকেই সংগঠনের ভিত মজবুত করতে চাইছে। আগামিকালই এই সম্মেলন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামিদিনের রুটম্যাপ ঠিক করে দিতে পারেন। তৃণমূল নেত্রী কী নির্দেশ দেন সেই দিকে এখন তাকিয়ে রয়েছেন নেতারা। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জনগণের কাছে তুলে ধরার বার্তাও দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনে আগে রদবদল নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল পরিষদীয় দলের সঙ্গে বৈঠক করেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোন স্তরে সাংগঠনিক রদবদল হবে কি না সেই নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। আগামী নির্বাচনকে মাথায় রেখে রাজ্য কমিটি স্তরে হয়তো কিছু সংযোজন-বিয়োজন হতে পারে। রাজনৈতিক মহলের মতে ২০২৬ সালের ভোটের দিকে তাকিয়ে এই সম্মেলন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতা, কর্মীদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিতে পারেন। নির্বাচনী প্রচারের ধরন, রাজনৈতিক বার্তা, জনসংযোগ এবং বিরোধীদের মোকাবিলা করার কৌশল বাতলে দিতে পারেন মমতা।

সভায় উপস্থিত থাকবেন সাংসদ, বিধায়ক, জেলা সভাপতি ও জেলা চেয়ারম্যান, জেলা শাখা সংগঠন সভাপতি। এছাড়াও কর্পোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলাররা, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা উপস্থিত থাকবেন এই বৈঠকে। পাশাপাশি এসসি,ওবিসি সেল, এসটি সেল, সংখ্যালঘু সেল, কিষান, খেতমজুর সেলের জেলা সভাপতিদেরও ইন্ডোরে হাজির থাকতে হবে। মহিলা তৃণমূল, যুব তৃণমূল, আইএনটিটিইউসি, টিএমসিপির মতো দলের প্রধান শাখা। সংগঠনগুলির রাজ্য কমিটির সদস্যরাও থাকবেন ইন্ডোরে। দলের তরফে জেলা সভাপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উপরোক্ত জেলা পদাধিকারীদের ডেলিগেট লিস্ট তৈরি করে নাম, পদ, ফোন নম্বর-সহ রাজ্য সভাপতির নির্দিষ্ট একটি মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠাতে।

‘অভিষেকের ভাবমূর্তি নষ্টের মরিয়া চেষ্টা করছে সিবিআই’

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি মামলায় সিবিআই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জড়িয়ে দিতে চাইছে বলে তাঁর আইনজীবী সঞ্জয় বসু অভিযোগ করেছেন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ইডি হোক বা সিবিআই, দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যখনই তাঁর মক্কেলকে ডেকেছেন তখনই তিনি হাজিরা দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় নথিও জমা দিয়েছেন। তারপরও যেভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা থেকে স্পষ্ট অভিষেককে রাজনৈতিক কারণে বারে বারে হেনস্থা করা হচ্ছে। অভিষেকের আইনজীবী আরও দাবি করেছেন, এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে এখনও কোনও তথ্যপ্রমাণ আদালতে দাখিল করতে পারেনি। তারপরও তৃতীয় চার্জশিটে স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে তাঁর নাম যুক্ত করা হয়েছে।

সঞ্জয় বাবুর অভিযোগ, শুধুমাত্র হেনস্থা করার জন্যই কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি বারবার একই ধরনের কাজ করে চলেছে। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আদালত সূত্রের খবর, চার্জশিটে একটি অডিও ক্লিপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই অডিও ক্লিপে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যর পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও শোনা গিয়েছে। সুজয়কৃষ্ণ অডিয়ো ক্লিপে বলেছেন, অন্যথায় ওই প্রার্থীদের গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়া হবে অথবা তাঁদের কর্মস্থল হবে বাড়ি থেকে অনেক দূরে। খবরে চার্জশিটের বক্তব্য জেনে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে, ‘ইডিকে কাজে লাগিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পরে একটি রাজনৈতিক শক্তি সিবিআইয়ের দিকে ঝুঁকেছে। স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির অপব্যবহার করছে। সংশ্লিষ্ট চার্জশিটে প্রমাণের স্পষ্ট অভাব থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ (অভিষেককে নিয়ে) তৈরি করার একটি মরিয়া প্রচেষ্টা করা হয়েছে।’

চার্জশিট নিয়ে পাল্টা তোপ

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, পার্থ ও মানিক পরিচয় উল্লেখ করলেও অভিষেকের নামের পাশে পরিচয়ের জায়গায় স্রেফ ‘জনৈক’ লেখা হয়েছে। এরপরই তাঁর মক্কেলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অভিযোগে সরব হয়েছেন আইনজীবী সঞ্জয় বসু। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অভিষেকের বিরুদ্ধে ‘সমর্থনযোগ্য’ কোনও নথি বা প্রমাণ আদালতে জমা করতে পারেনি। তারপরও তাঁর নাম জড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

বিবৃতির শেষে বলা হয়েছে, অভিষেক সত্য এবং ন্যায়ের পথে চলবেন। তিনি কোনও ভিত্তিহীন অভিযোগে ভীত নন। সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে সততা রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের জন্য নিরলস ভাবে লড়াই করবেন অভিষেক।

আদালতে গোপন জবানবন্দি সুতন্দ্রার সহযাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে ‘গাড়ি রেষারেষিতে’ মৃত সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের এক সহযাত্রী এবং তাঁর দাদাকে বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে হাজির করায় কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন সকালে বর্ধমানের বাসিন্দা মন্টু ঘোষ এবং তাঁর দাদা সন্তুকে থানায় ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। বেশ কিছু ক্ষণ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তার পর দু’জনকে কাঁকসা থানা থেকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যায় পুলিশ। জানা গিয়েছে,আদালতে গোপন জবানবন্দি দেবেন তাঁরা। অন্য দিকে, যে গাড়ির সঙ্গে সুতন্দ্রার গাড়ির

এখনও অধরা পানাগড়কাণ্ডে ৫ অভিযুক্ত

রেষারেষি হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি, ওই গাড়ির চালক-সহ পাঁচ জন এখনও অধরা। তাঁদের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কাজের সূত্রে হুগলির মেয়ে সুতন্দ্রা যাচ্ছিলেন গয়া। কিন্তু পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, মধ্যরাতে জাতীয় সড়কের উপর দু’টি গাড়ির রেষারেষিতে দুঃখজনক ভাবে প্রাণ গিয়েছে ২৭ বছরের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার তথা নৃত্যশিল্পীর। গাড়িতে থাকা সুতন্দ্রার সঙ্গীরা ‘ইভটিজিং’ এবং উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ করেছিলেন। তা নস্যাৎ করে পুলিশ জানিয়েছে, এমন কথার উল্লেখ অভিযোগপত্রে নেই। রবিবার সুতন্দ্রার গাড়িতে থাকা এক সঙ্গী মঙ্গলবার কাঁকসা থানায় একটি এফআইআর করেন। সেখানে ‘ইভটিজিং’-এর অভিযোগ করেননি তিনি। তবে তাঁদের গাড়ির সঙ্গে রেষারেষি এবং ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন একটি সাদা রঙের এসইউভি-র চালক এবং সওয়ারিদের বিরুদ্ধে। সেই গাড়ির চালক বাবলু যাদব কাঁকসারই বাসিন্দা এবং পেশায় ব্যবসাদার। ঘটনার পর থেকে আর তাঁর খোঁজ মেলেনি। এই প্রেক্ষিতে পানাগড়কাণ্ডের তদন্তের জন্য বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ কাঁকসা থানায় যান আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা। তার পরেই ‘সড়ক দুর্ঘটনায়’ মৃত যুবতীর সহযাত্রী এবং পরিচিতদের ডেকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, তাদের তলবে হুগলির চন্দননগর থেকে তিন জন কাঁকসা থানায় উপস্থিত হন। তিন যুবককে দীর্ঘ ক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। তখন কাঁকসা থানায় ছিলেন এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল।

পেনশন স্কিমে বড় পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: দেশবাসীর জন্য ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম চালু করার কথা ভাবছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, বৃদ্ধ বয়সে মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের যেন আর্থিক নিরাপত্তা থাকে সেই কথা ভেবেই নয়া পরিকল্পনা। শ্রম মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকরিরত হোন বা স্বনিযুক্ত- প্রত্যেকেই পেনশন স্কিমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

বিশ্বের নানা দেশে প্রচলিত রয়েছে ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের মতো প্রকল্প। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নতুন প্রকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে শ্রম মন্ত্রক। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত অর্থাৎ নির্মাণশ্রমিক, পরিচারিকা, ডেলিভারি পার্সন-এদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হচ্ছে নতুন পেনশন কাঠামো। কারণ, বর্তমানে সরকারি সেভিংস প্রকল্পগুলিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা যুক্ত হতে পারেন না।

ট্রলি-কাণ্ডে তদন্ত করবে মধ্যমগ্রাম থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রলি-কাণ্ডের তদন্তভার মধ্যমগ্রাম থানার হাতে যাচ্ছে। অভিযুক্ত মা-মেয়েকে বুধবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁদের এক দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দু’জনকে বারাসাত আদালতে হাজির করানো হবে। কলকাতা পুলিশকে কেস ডায়েরি মধ্যমগ্রাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অভিযুক্তেরা মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ঘটনা সেখানে ঘটেছে, তাই তদন্তভার মধ্যমগ্রাম থানার হাতে যাচ্ছে।

নীতীশ-মন্ত্রিসভায় বিজেপির নতুন সাত মুখ

পাটনা, ২৬ ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের ন’মাস আগে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার বিকেলে আরও সাত জন মন্ত্রী শপথ নিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেই তালিকায় নীতীশের দল জেডিইউর কোনও মুখ নেই। সকলেই সহযোগী বিজেপির। বিধায়ক সংখ্যার অনুপাতে বিহারে ৩৬ জন মন্ত্রী থাকতে পারেন। এত দিন নীতীশের মন্ত্রিসভা ৩০ সদস্যের ছিল। এর মধ্যে বিজেপির ১৫, জেডিইউ-এর ১৩, হাম-এর এক এবং এক নির্দল সদস্য ছিলেন। ছ’টি আসন শূন্য ছিল। কিন্তু বুধবার দুপুরেই নীতীশ মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন বিজেপির দিলীপ জয়সওয়াল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জানান, সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশের উদ্দেশ্যেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। এর পর বিকেলে পাটনার রাজভবনে বিজেপির সাত বিধায়ক শপথ নিয়ে ‘শূন্যস্থান পূরণ’ করেন। এঁরা হলেন, সঞ্জয় সারোগি (দরভাঙা), সুনীল কুমার (বিহারশরিফ), জীবেশ কুমার (জালে), রাজুকুমার সিং (সাহেবগঞ্জ), মতিলাল প্রসাদ (রিগা), বিজয়কুমার মণ্ডল (সিকটি) এবং কৃষ্ণকুমার মাহাতো (অমনৌর)। চলতি বছরের নভেম্বরে বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে হওয়ার কথা। এনডিএ আবার ক্ষমতায় এলে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবি করবে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা রয়েছে।

শিবরাত্রিতে রেকর্ড ভিড় বারাণসীতে, শেষ শাহি স্নানে ভিড় প্রয়াগেও

মিলন গোস্বামী • বেনারস ও প্রয়াগ

শিবরাত্রিতে মহাকুম্ভের শেষ শাহি স্নান। ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভের শেষ শাহি স্নান করতে প্রয়াগের পথে আবারও রেকর্ড ভিড় করলেন পুণ্যার্থীরা। ২৬ ফেব্রুয়ারির শাহি স্নানে পুণ্যার্থীরা আরো বেশি করে ভিড় জমাবেন ধরে নিয়ে এই বাড়তি ভিড় সামলাতে প্রস্তুত ছিল যোগীর পুলিশ প্রশাসন। শিবরাত্রিতে প্রয়াগ-এর পাশাপাশি ভিড় সামলাতে হিমশিম অবস্থা বেনারসেও। শিবরাত্রিতে দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও ভক্তেরা এসেছেন কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরে। সকাল থেকেই বেনারসের বিভিন্ন রাস্তা ব্যারিকেড করে ফেলে পুলিশ। শহরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি অটো রিক্সাও। প্রয়াগের স্নান সেরে অনেকেই বেনারসে এসে অন্নপূর্ণা মন্দির, ভৈরব মন্দির, গণেশ মন্দির দর্শন করছেন। কেউ কেউ আবার বেনারসে কাশী বিশ্বনাথের মন্দিরের পুজো দিয়ে পৌঁছে গিয়েছেন প্রয়াগে শেষ শাহি স্নানে। ফলে পাল্লা দিয়ে প্রয়াগ ও বেনারসে বেড়েছে ভিড়। প্রশাসনের আশা শিবরাত্রি পূর্ণ তিথি উপলক্ষে বেনারসে এই ভিড় আরো দুদিন থাকবে। হোটেলগুলিতেও সমস্ত রুম ভর্তি। তবে এই ভিড়ের বাজারে রিক্সাওয়ালা ছোট গাড়ি কিংবা বাইক নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে প্রায় তিনগুণ টাকা গুনতে হচ্ছে। প্রয়াগে শেষ শাহি স্নানে বোট ভাড়া জন প্রতি তিন হাজার টাকা। যদিও সরকারি নির্ধারিত ভাড়া জনপ্রতি ৭৫ টাকা। এক কিলোমিটার ভিড় রাস্তা পৌঁছতে বাইক চালকদের দিতে হচ্ছে জনপ্রতি ১০০ টাকা। যদিও বেনারসের চিত্রটা কিছুটা আলাদা। এখানে রিক্সা চালক ও অটো ভাড়া দ্বিগুণ। তবে প্রয়াগ হোক বা কাশী বিশ্বনাথের মন্দির, সব জায়গায় নিষ্ঠা ভরে স্নান সেরে পুজো দিয়েছেন কোটি কোটি পূণ্যার্থী। সনাতন হিন্দু ধর্মালম্বিদের চিরায়ত বিশ্বাসে ভক্ত আর ভগবান আবারও নতুন ইতিহাসের সূচনা ঘটিয়েছে ফের, তা প্রমাণিত।

বঙ্গ বিজেপির ৩২ নেতানেত্রীর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ বিজেপি-র ৩২ নেতানেত্রীর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার। এই তালিকা রয়েছেন পরাজিত প্রার্থী থেকে একাধিক নিষ্ক্রিয় নেতার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহারও। পাশাপাশি একাধিক জেলা সভাপতির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে বিক্ষুব্ধ প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লারও। জন বার্লার পাশাপাশি, লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল সাহা, নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পলাশ রানার নামও রয়েছে তালিকায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের মত, নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরাপত্তার বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ণ করে কেন্দ্র। এর ভিত্তিতেই ৩২ জনের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

৩২ জনের যে তালিকা সামনে এসেছে, তাতে নাম রয়েছে, তফসিলি জাতীয় কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার, কোচবিহার জেলা বিজেপি-র অভিজিৎ বর্মন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস ববি, নদিয়ার জেলে সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, উলুবেড়িয়ার সাংসদ অরুণোদয় পালচৌধুরী, আরামবাগের সাংসদ অরূপকান্তি দিগর, জয়নগরের অশোক কাণ্ডারি, জগদীশপুরের অশোক পুরকাইত। এই তালিকায় রয়েছেন উত্তর দিনাজপুরের বাসুদেব সরকার, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে, রাজ্যের বিজেপি-র সহ-আহ্বায়ক দেবব্রত বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবারের দেবাংশু পাণ্ডা, বীরভূমের দেবাশিস ধর, মুর্শিদাবাদের ধনঞ্জয় ঘোষ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দীপক হালদার, জয়দীব ঘোষ, জীবেশচন্দ্র বিশ্বাসও।

নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে পিয়া সাহা, প্রণতি মাঝি, সন্ন্যাসীচরণ মণ্ডল, শঙ্কুদেব পণ্ডা, তন্ময় দাস, তমোঘ্ন ঘোষ, তাপস দাস, তারিণীকান্ত বর্মনের। এর মধ্যে জন বার্লার নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ বেশি কিছু দিন ধরেই রাজ্য বিজেপি-তে বেসুরো বাজছেন তিনি। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভাতেও উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। দলবদল নিয়ে পরিষ্কার কিছু না জানালেও, জল্পনা জিইয়ে রেখেছেন জন। যদিও এ নিয়ে বিশদে কিছু না বললেও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ইঙ্গিতে জানান, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে কিছু দিন অন্তর অন্তর সবদিক পর্যালোচনা করে দেখা হয়। কারও ঝুঁকি বাড়ে, কারও কমে। সেই নিরিখে কারও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়, কমানো হয় কারও। আমরা অন্তত পক্ষে, রাজ্যস্তরে বিষয়টি জানি না। সংবাদমাধ্যমেই শুনলাম। খোঁজ নেব। তবে সম্পূর্ণভাবে এটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিষয়।'

ভাতা এবং বেতন বৃদ্ধিতে ১১ হাজার ডাক্তার উপকৃত হবেন স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডাক্তারদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত ঘোষণায় রাজ্যের সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত বিভিন্ন স্তরের প্রায় সাড়ে ১১ হাজার চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হতে চলেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে। এর মধ্যে রেসিডেন্ট সহ বিভিন্ন স্তরের জুনিয়র চিকিৎসকের সংখ্যাই প্রায় ১১ হাজার। এছাড়াও রাজ্যের ৩৪৮টি ব্লকের বিএমওএইচরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো ১৫ দিনের বাড়তি বেতন পাবেন। প্রসঙ্গত, সোমবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সরকারি চিকিৎসকদের ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন। ইন্টার্ন, পিজিটি, জুনিয়র, সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন ও ভাতা গড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। ইন্টার্ন, পিজিটি, হাউসস্টাফদের ভাতা বাড়ানো হয়েছে ১০ হাজার টাকা।রেসিডেন্ট চিকিৎসকদের মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি পোস্ট ডক্টরেট সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তারদের বেতন মাসিক ৭৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষ টাকা করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।

সম্প্রতি এমসিসিআই-এর সভাপতি অমিত সারাওগি, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুয়াহাটিতে অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০-এর বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো সম্মেলনে যোগ দেন।

'মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব' তৈরির পরিকল্পনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: যানজট এড়াতে এবং দূষণ কমাতে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলায় 'মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব' তৈরির পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার। এবিষয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি সেনাবাহিনী, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ, পূর্ত বিভাগ, কলকাতা পুরসভা এবং লালবাজারের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। সরকারি সূত্রে খবর, বৈঠকে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা। বর্তমানে যেখানে ধর্মতলা বাসস্ট্যান্ড রয়েছে সেখানেই এই বেসমেন্ট কার পার্কিংয়ের মডেল তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাইটসকে। দিন পনেরো আগে সেই মডেল হাতে পেয়েছেন পরিবহণকর্তারা। যার ভিত্তিতেই এই বৈঠক।

ধর্মতলা এলাকায় যানজট ও দূষণ কমাতে কলকাতা হাইকোর্টের দায়ের করা এক জনস্বার্থে মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বিকল্প পথ খোঁজার এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ভবিষ্যতে তিনটি রুটের মেট্রোর স্টেশন হচ্ছে ধর্মতলায়। সবক'টি রুট শুরু হলে ধর্মতলায় যানজট মারাত্মক জায়গায় পৌঁছবে বলে প্রশাসনের আশঙ্কা।ধর্মতলা এমনিতেই বহু মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। আরও দু'টি মেট্রোর স্টেশন হলে তা অন্তত ৪০ শতাংশ বাড়বে বলে মনে করছে পরিবহণ দপ্তর। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে সম্প্রতি শহরের ট্র্যাফিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসেন দপ্তরের কর্তারা। সেখানেও পুলিশের তরফেও ধর্মতলায় মেট্রো স্টেশনের জেরে যানজটের আশঙ্কার কথা জানায় পুলিশ।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় পাটনা, পুনে সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এ ধরণের মাল্টি মোডাল ট্রান্সপোর্ট হাব তৈরির কাজ চলছে। একই রকম ভাবে ধর্মতলায় নির্মীয়মান মেট্রো স্টেশন কে কেন্দ্র করে ওই হাব তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একাধিক স্তর বিশিষ্ট এই হাবে একই ছাদের তলায় মানুষ বাস, মেট্রো সহ বিভিন্ন ধরণের গণ পরিবহন ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০ অতিক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন বছরের প্রথম দু'মাস শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪০০ পেরল। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্টে নতুন বছরের সপ্তম সপ্তাহ বা ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে রোগের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণে এখন শীর্ষে রয়েছে হাওড়া। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০। ৫১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা লাগোয়া জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ওই জেলায় বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত সংখ্যা ৪৫। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পশ্চিম বর্ধমান ৩৬ এবং মালদা । ওই দুই জেলার আক্রান্ত সংখ্যা জনক্রমে ৩৬ এবং ৩৩। প্রসঙ্গত, গতবছর প্রায় পুরো সময়টাতেই মুর্শিদাবাদ ও মালদা-এই দুই জেলায় দাপিয়ে বেড়িয়েছিল ভাইরাসঘটিত এই রোগ। এমনকি জেলা দুটি সপ্তাহের পর সপ্তাহ সংক্রমণে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ডা. মুকুল ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: অধ্যাপক ডাঃ মুকুল ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হলেন। তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে অস্থিশল্য বিভাগে প্রধান অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এই মর্মে এক আদেশনামা জারি করেছেন। আগামী তিন বছর পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব সামলাবেন।স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর সর্বোচ্চ আদালত এক নির্দেশে রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কাম সিলেকশন কমিটি তৈরি করতে বলে। সেইমতো সার্চ কমিটি নিযুক্ত পদপ্রার্থীদের তালিকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর মত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপালকে পাঠানো হয়। এরপরই আচার্যের অনুমতিক্রমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কামালগাজি বাইপাস এলাকায় একটি গাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ৪০ কেজির মত গাঁজা।

পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সোর্স মারফত খবর পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ একটি গাড়ি আটকায়। গাড়ির ভেতর তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমান গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গাড়ির মধ্যে আলাদা চেম্বার বানিয়ে তার মধ্যে গাঁজা রাখা হয়েছিল। তবে সামনের দিকে ড্রাইভারের সিটের পাশের সিটে পা রাখার জায়গায় ঢাকনা খুলতেই বের হয় প্যাকেট প্যাকেট গাঁজা। তল্লাশিতে ৪০ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর এও জানা গেছে, এই গাঁজা নিয়ে আসা হচ্ছিল বালেশ্বর থেকে। মথুরাপুর নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে তিনটি ফোন ও নগদ ১১ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নারকোটিক্স ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আগামীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন জনাব ফিরহাদ হাকিম: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাইড লাইন করে আগামীতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন জনাব ফিরহাদ হাকিম। কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে বুধবার মোহনপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা তথা বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল। প্রসঙ্গত, টিউশন পড়তে যাবার সময় কিশোরীকে জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে পাড়ার এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর জাফরপুর স্কুল পাড়ায়। যদিও পুলিশ অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী শুভ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করেছে। কিশোরীকে ধর্ষণ করার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বেলায় মোহনপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ব্যারাকপুরের মতো জনবহুল এলাকায় ধর্ষণের ঘটনা ঘটবে কেন। পুলিশ কোথায় ছিল। ইউনিফর্ম পরে দেশের পুলিশকে অপমান করবেন না।' তাঁর দাবি, পুলিশ মানুষের সেবার জন্য কাজ করছে না। পুলিশ চুরি, তোলাবাজির মতো কাজ করছে। ঘাসফুল সরকারকে তীব্র নিশানা করে অগ্নিমিত্রা পল বলেন, মমতার সরকার চলছে দুষ্কৃতী, ধর্ষক, খুনী ও তোলাবাজদের নিয়ে। কাউকে নেতা হবার দরকার নেই। তৃণমূলের ঝান্ডা ধরলেই, সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাঁর বক্তব্য, জনাব ফিরহাদ হাকিম ইদের জন্য দুদিন ছুটি চেয়েছিলেন। এর আগে বিশ্বকর্মা পুজোয় যাতে সরকারি স্কুলে ছুটি না হয়, তার জন্য উনি প্রস্তাব রেখে ছিলেন। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের অধীনে করতে চাইছেন। কারন, আজকের দিনে মোয়াজ্জেম ভাতা দেড় হাজার টাকা। ওনারা চাইছেন ১৫ হাজার টাকা। যারা মৌলবী ভাতা তিন হাজার টাকা পান। এখন তারা চাইছেন ২০ হাজার টাকা। অগ্নিমিত্রা পলের সংযোজন, রাজ্যে কোনও উন্নয়ন নেই। শিল্প নেই। শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন। আর এখানে তুষ্টিকরনের রাজনীতির জন্য মোয়াজ্জেম ও মৌলবী ভাতা প্রাপ্তরা ১৫ হাজার টাকা ভাতা চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়তো রাজিও হয়ে যাবেন। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে একটা বাচ্চা জন্মালে মাথা পিছু ঋণ ৭০ হাজার টাকা। তাই মুখ্যমন্ত্রী ফের ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেবেন। সামনেই ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন আছে। উনি তো ৩০ শতাংশের সরকার। মহাকুম্ভকে উনি কালিমালিপ্ত করেন। গঙ্গাসাগর মেলাতে উনি কোনওদিন স্নানও করেন নি। আমিষ খাবার খেয়ে উনি রেড রোডে ইদের নামাজ পড়েন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের সভা নিয়ে তাঁর কটাক্ষ, 'যারা চুরি করে তৃণমূল তাদের পুরস্কৃত করে। মুখ্যমন্ত্রী আর তৃণমূলের কাছে আছে পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু বিজেপির পাশে আছে বাংলার জনতা।' এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি নেতা কৌস্তুভ বাগচী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি প্রমুখ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৮০ নং এফিডেভিট বলে Basant Kumar Patel S/o. Ishwar Lal Patel ও Basant Patel S/o. I. L. Patel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Kumar Saha S/o. Trinath Saha (old name) R/o. Mankundu Station Road, Ashrampara, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Dilip Saha S/o. Tinnath Saha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Dilip Kumar Saha S/o. Trinath Saha & Dilip Saha S/o. Tinnath Saha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৮৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipa Mistri (old name) W/o. Gobinda Biswas, R/o. Rabindranagar Paschimpara, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Dipa Mistri Biswas (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Dipa Mistri & Dipa Mistri Biswas W/o. Gobinda Biswas, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল প্রথম ওয়ান ডিল মার্ক প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৫ সালের এ.আর.এ।। কোলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২০১৪৩১ অনুযায়ী ১০.০৮ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল.আর দাগ নং ৩৮৩৫ সংশ্লিষ্ট আর.এস দাগ নং ৩৫৬৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর খতিয়ান নং ২৬৮২ -এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, থানা- চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি লালজী প্রসাদ গুপ্তার কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার সুব্রত পাল কর্তৃক হুগলী জনাই তে নিবন্ধিত ২০১১ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০২৯৮ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১ এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তার মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও, চণ্ডীতলা-।। তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল পাঁচঘড়া লজিস্টিক পার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২৫ সালের এ.আর.এ। কোলকাতা তে নিবন্ধিত দলিল নং ১৯০২০১৬১৪ অনুযায়ী ৫.৫৫ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি এল.আর দাগ নং ৩৮৩৬ ও ৩৮৬১, সংশ্লিষ্ট আর.এস দাগ নং ৩৫৬৭ ও ৩৫৯১, সংশ্লিষ্ট এল.আর খতিয়ান নং ২৬৮২, ১৭২৩-এ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, থানা- চণ্ডীতলা, ডানকুনি-তে অবস্থিত। জমিটি লালজী প্রসাদ গুপ্তার কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং এটি তার নিযুক্ত আমমোক্তার সুব্রত পাল কর্তৃক হুগলী জনাই তে নিবন্ধিত ২০১১ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০২৯৮ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।
এটি আমার সত্য এবং সদিচ্ছাপূর্ন আবেদন, এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে ভূমি সংস্কার কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তারা সার্কুলার নং ১০০০-১ এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি দয়া করে মঞ্জুর করবেন। যদি কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও, চণ্ডীতলা-। তে জানাতে হবে।

(GANESH MANNA)
Advocate

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া
এ্যাক্ট ৮ কেস নং-২৫/২২

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- হুগলী থানা- পান্ডুয়ার অধীন পিরাগ্রাম, পোষ্ট- রায়জামনা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪ -র নিবাসী **আব্দুল হাকিম,** পিতা- মৃত সেখ আব্দুল মাজিদ মহাশয় তাহার অধুরা মৃত কন্যার **(হাসিবা বেগম)** একমাত্র সন্তান যথা দরখাস্তকারীর নাবালক নাতি- **সেখ হাবিব মণ্ডল,** পিতা- সমিরুল রহমান মণ্ডল, ঠিকানা – পিরাগ্রাম, পোষ্ট- রায়জামনা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৪- এর গার্জেনশিপ এবং কাস্টডি অধিকারের স্বত্বাদি দাবিতে গার্জেন এবং ওয়ার্ডস অ্যাক্টের অত্র মোকর্দ্দমা নাবালকের পিতা - সমিরুল রহমান মণ্ডল, পিতা- সেখ নঈম মণ্ডল, ঠিকানা- মুল গ্রাম, পোষ্ট- ইঞ্চুরা, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলীর নিবাসীর বিরুদ্ধে দায়ের করিয়াছেন।
এক্ষণে অত্র মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফত আদালতে ৩০ দিনের মধ্যে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা একতরফায় শুনানী হইয়া উপযুক্ত আদেশ প্রচার হইবে।
দরখাস্তকারির পক্ষে উকিলবাবু
শ্রী বিজয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী (এ্যাডভোকেট),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আদালতের আদেশ অনুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী থানা চন্দননগরস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৩ সালের ৬৫ নং এ্যাক্ট ৩৯ এল এ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী- ১) **দীপা ঘোষ** স্বামী মৃত গোরাচাঁদ ঘোষ, ২)**অস্মিতা ঘোষ** পিতা মৃত গোরাচাঁদ ঘোষ, সাং ৪৮, কেবিসি রোড, হাটখোলা, মোক্তারপাড়া, পোঃ এবং থানা চন্দননগর হুগলী
এতদ্বারা সর্ব সাধারনগণকে জানানো যাইতেছে যে, **অনিতা ঘোষ** স্বামী মনোরঞ্জন ঘোষ সাং ২৯ রবীন্দ্রনাথ রোড বেশোহাটা পোঃ এবং থানা চন্দননগর জেলা হুগলী এবং ৪৮ কেবিসি রোড, হাটখোলা, মোক্তারপাড়া, পোঃ এবং থানা চন্দননগর জেলা হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৬, গত ইংরাজী ৩/৫/২০০১ তারিখে তাহার সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী মৌজা এবং থানা চন্দননগর সীট নং ২১, জে এল নং ১ আর এস খতিয়ান নং ২৮৪ আর এস দাগ নং ৪৬৯ তথা এল আর খতিয়ান নং ১১/১ এল আর দাগ নং ৫৩৮ অবস্থিত ২ কাঠা ৯ ছটাক বা ০৪০৬ সহস্রাংশ জমি মায় ৩৪০৭ বর্গফুট বিশিষ্ট দ্বিতল পাকা গৃহাদীতে প্রত্যেক তলে চারটি ঘর, বারান্দা এবং রোয়াক এবং পায়খানা বাথরুম যাহা চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের ১৭ নং ওয়ার্ডে ৮২৩ (নতুন), ১৪৬৬(পুরাতন) হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি বিষয়ে চন্দননগর এডি এস আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত উইল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া থাকেন, উক্ত উইলটি লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন লইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারীগণ অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, এ বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত আদালতে তাহা জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক এক তরফা শুনানী হইবে ।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
কেয়া চন্দ্র (এ্যাডভোকেট)
আদালতের আদেশ অনুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী থানা চন্দননগরস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ১৮/১/২৫

জনবিজ্ঞপ্তি

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী স্বপন কুমার চক্রবর্ত্তী ২০০৭ সালের মূল নিবন্ধিত দলিল নং ০০০৩৯ তাঁর ১৬২/২১, ঘোষ পাড়া রোডের বাসভবন থেকে হারিয়েছেন যা সংশ্লিষ্ট ব্যারাকপুর পৌরসভার অন্তর্গত 'মাঙ্গলিক অ্যাপার্টমেন্ট' -এর তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত ১৫ নম্বর ফ্ল্যাট সম্পর্কিত এবং উত্তর ২৪ পরগনার ডিএসআর-১ অফিসে নিবন্ধিত ছিল এবং এর জন্য তিনি ২৩-০২-২০২৫ তারিখের জিডি নং ১৫২৩ এর মাধ্যমে টিটাগড় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দাখিল করেছেন।
যদি উক্ত দলিল কেউ খুঁজে পান বা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কারো কোনো দাবি থাকে, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাবেন।

জয়দীপ মুখার্জি (এ্যাডভোকেট)
৭, এন.পি.বি. লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন- ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেইল: joydeep_mookherjee@rediffmail.com

NOTICE

This is to inform to all concern that I Sri. Mukul Kumar Ghosh, S/O Krishna Gopal Ghosh @ Krishna Pada, Resident of Pandua, P.O. Pandua, P.S. Chandrakona, Dist- Paschim Medinipur do hereby declare that I have purchased landed property within Dist- Paschim Medinipur, P.S. Chandrakona Mouza- Jhankra J.L No. 235, Plot No. 1294 on 11.05.1990 by a Sale Deed No. 2082, executed by Litika Ghosh and Anirban Ghosh, the above mentioned deed got damaged due to natural calamities and the above mentioned property is presented for mortgage before the Canara Bank Kuapur Branch Chandrakona for a loan. If any one has any objection please contact the branch within 7 days since publication. Please contact on 8334999210, Branch Manager Canara Bank Kuapur Chandrakona Branch.

SOURAV GANGULY
Advocate (WB/360/237/2017)
Midnapore Judges' Court
Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, আজ শিবরাত্রি।। ১৩ ই ফাল্গুন। বুধ বার। ত্রয়োদশী তিথি, সকাল ৯/৪২ র পর শিব চতুর্দশী তিথি মুহূর্ত। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(শ্রীশ্রী শিবরাত্রি শুভারম্ভ তিথি মুহূর্ত সকাল ৯/৪৩ মিনিট। শিবচতুর্দশী। নামকরন। গাত্রহরিদ্রা। দেবদেবী গঠন। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। ক্রয় বানিজ্য। অব্যুড়ান্ন।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতা পুরসভার স্কুলে ছুটি বিতর্কে কাঠগড়ায় শিক্ষা বিভাগের চিফ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বাতিল করে ইদের ছুটি দু'দিন করা হয়েছে, এমনই অভিযোগ, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পুরসভার শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে আঘাত পেয়েছেন সনাতনীরা। বিজেপি নেতার আক্রমণ, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সামনে এনেছেন তথ্যও। সেখানে তিনি জানান, চলতি বছরে ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর যে ছুটি ছিল, তা কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত সমস্ত স্কুলগুলিতে বাতিল করা হয়েছে। পরিবর্তে ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ছুটি দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক একটি ভিডিও বার্তায় এও জানান, 'বাঙালির জানা দরকার, পশ্চিমবঙ্গটা ইতিমধ্যেই পশ্চিম বাংলা হয়ে গিয়েছে। এবার কলকাতা শহরে বিশ্বকর্মা পুজোর ছুটি বাতিল হয়ে গিয়েছে। আর সেই ছুটি বাতিল করে কলকাতা পুরসভার স্কুলগুলিতে ইদ-উল-ফিতারের ছুটি দু'দিন করা হল। সারা ভারতে ইদ-উল-ফিতারের ছুটি একদিন হয় কিন্তু কলকাতা পুরসভা যেহেতু ফিরহাদ হাকিমের দ্বারা শাসিত, তাই এখানে এই ছুটি দু'দিন করা হল। হক মার্কেটে অবস্থিত কলকাতা পুরসভার শিক্ষা দপ্তরের এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যেক সনাতনীকে আঘাত করতে পারে।'

বিজেপি এই নিয়ে সরব হতেই

পিছু হটেছে কলকাতা পুরসভা। ইতিমধ্যেই ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে বিবৃতি জারি করেন কলকাতা পুরসভার পুর কমিশনার। এর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার তরফে এই ছুটি বিতর্কে বলা হচ্ছে, শিক্ষা বিভাগের যিনি চিফ ম্যানেজার সিদ্ধান্ত ধারা, তিনি কলকাতা পুরসভার পুর কমিশনার অথবা পুরসভার শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত সন্দীপন সাহা-কারওর সঙ্গেই কথা না বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিজেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। আর সে কারণে কলকাতা পুরসভা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই সিদ্ধান্ত ধারাকে শোকজও করা হয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, তিন দিনের মধ্যে এর উত্তর দিতে হবে। তিনি কেন কী উদ্দেশ্যে নিজের মতো করে এত স্পর্শকাতর বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে ওই চিফ ম্যানেজার। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহা জানান, 'আমরা শোকজ করেছি, তিনি এরকম একটা সার্কুলার কীভাবে বার করলেন? এটা তাঁর এক্তিয়ার বহির্ভূত। এরকম কোথাও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন তাঁর বিরুদ্ধে নেব। আমার বা মেয়রের কোনও অ্যাপ্রুভাল সিগনেচার কোথাও পাবেন না।'

সর্বোপরি মেয়ার ফিরহাদ হাকিমও জানান, 'এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা উচিতই না। কমিশনারের অনুমতি কেন নেয়নি, সেটা আমি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতে বলেছি। এরকম কোনও ছুটির বিজ্ঞপ্তি হয় না। সরকারি ছুটি, আমাদের ছুটি, সরকারি ক্যালেন্ডারে যা ছুটি, সেটাই আমাদের ছুটি। সুতরাং এখানে আলাদা করে কোনও নোটিফিকেশন বানানোর মানেই হয় না। আমি বাংলায় সব সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করি। সেই কারণে আমরা সব ধর্ম উৎসবেই আমরা আনন্দ করি।'

চতুর্থ দফার কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি এসএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: চতুর্থ দফায় কাউন্সেলিং-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের চতুর্থ দফার কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করল এসএসসি। ৬ মার্চ হবে কাউন্সেলিং। ২৭ ফেব্রুয়ারি কোন কোন স্কুলের জন্য কাউন্সেলিং হবে তার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

গত তিন দফায় কাউন্সেলিং-এ ডাকা হয়েছিল মোট ১২,০৬৮ জনকে। এসএসসি সূত্রের খবর, চতুর্থ দফায় ডাকা হবে ২৬১ জনকে, যার মধ্যে সুপারিশপত্র গ্রহণ করেছেন ৯,১৯৪ জন প্রার্থী। প্রথম দফার কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হয়েছিল ৮,৭৪৯ জনকে। দ্বিতীয় দফায় ২,৫৯৫ জনকে এবং তৃতীয় দফায় ডাকা হয় ৭২৪ জনকে। এখনও পর্যন্ত অপেক্ষামাণ প্রার্থী রয়েছেন ১,৮৯৮ জন। গতবছর ১১ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত, উচ্চ

প্রাথমিকে নিয়োগের দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং চলেছিল। দীর্ঘ ৮ বছরের অপেক্ষা শেষে গত বছর ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে উচ্চ প্রাথমিকের কাউন্সেলিং। গত বছর দুর্গাপুজোর আগে দু'টি পর্যায়ে এই প্রক্রিয়া চালায় এসএসসি। সেখানে নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছিলেন ১৮৬ জন। স্কুল সার্ভিস কমিশন জানাচ্ছে, সুপারিশপত্র পেয়ে স্কুলে গিয়েও চাকরিতে যোগ না দেওয়া প্রার্থীর সংখ্যা কত, তা এখনই নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে যাঁরা স্কুলে যোগদান করছেন না, তাঁদের পদগুলি নথিভুক্ত হচ্ছে। এই সব পদে অপেক্ষমাণ প্রার্থীরা পরবর্তী কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ পাবেন।

মহা শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে প্রথমটি গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত সোমনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন তাপস রায়, প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে এবং জয় সাহা। পশ্চিমবঙ্গের সনাতনীদের শক্তি এবং কল্যাণ প্রদানের জন্য ভগবান শিবের কাছে প্রার্থনা করেন তিনি।

ডিপিএসসি-কে কড়া ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল তথা ডিপিএসসি-কে কড়া ভর্ৎসনা করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। আদালতের নির্দেশ না মানায় কেন জেলে পাঠানো হবে না তা নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে সেই ব্যাখ্যা চান হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সঙ্গে এও বলেন, 'আদালতের রায় না মানা দুর্ভাগ্যজনক।' প্রাথমিকের নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমন মন্তব্য করেন তিনি। এর পাশাপাশি মালদা ও উত্তর ২৪ পরগনার ডিপিএসসির চেয়ারম্যানের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, আদালতের নির্দেশ কার্যকর না করার জন্য কেন জেলে পাঠানো হবে না, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে। আগামী শুক্রবার হলফনামা আকারে এই ব্যাখ্যা আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার। বিচারপতি আরও বলেন, 'আদালতের রায় ইচ্ছে করে না মানা আজকাল স্বভাব হয়ে গিয়েছে।'

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হলেও তা বাতিল করা হয়। পরে ফের ২০১৪ সালে নিয়োগের পরীক্ষা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চারটি জেলায় নিয়োগের বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। গত বছর ২৬ এপ্রিল মালদহ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ বা ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যানকে অবিলম্বের নিয়োগের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় 'কমিশনার অব স্কুল এডুকেশন'। এরপর শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় মালদহ ডিপিএসসি। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখে। তারপরও নিয়োগ হয়নি বলে অভিযোগ। এরপর মামলাকারীরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন, দু'সপ্তাহের মধ্যে ওই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে অর্থাৎ নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

ঘোলার হোটেল থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত বান্ধবীর চার দিনের পুলিশি হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘোলা থানার সোদপুর মুড়াগাছার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে একটি হোটেলের দ্বিতলের ৩০৪ নম্বর রুম থেকে সোমবার বেলায় মোহনপুর থানার ব্যারাকপুর চককাঠালিয়ার বাসিন্দা ৩৫ বছরের বাবলু মন্ডলের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। যদিও ওই যুবকের সঙ্গে হোটেলে থাকা বান্ধবী তিতলি দে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে মোহনপুর থানার পুলিশ মৃতের সেই রহস্যময়ী বান্ধবী তিতলিকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ধৃতকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিন পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। এদিন ধৃতকে আদালতে আনার সময় সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন, সে কি একাই হোটেলে ছিলেন। নাকি তাঁর সঙ্গে আরও কেউ ছিল। সাংবাদিকদের এহেন প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চুপ ছিলেন মৃতের রহস্যময়ী বান্ধবী। সূত্র বলছে, ইদানিং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন চলছিল। তার জেরেই এই ঘটনা। প্রসঙ্গত, হোটেলের কর্মীরা জানিয়েছেন, রবিবার বিকেল ৩-৪০ মিনিট নাগাদ হোটেলের ৩০৪ নম্বর রুমে বান্ধবীকে নিয়ে ঢোকে মৃত ওই যুবক। সন্ধের পর হোটেল ছেড়ে তাঁর বান্ধবী বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষন বাদে তিনি ফিরে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু ওই বান্ধবী আর ফিরে আসেন নি। কিন্তু পরদিন সোমবার বেলায় রুম চেক করতে গিয়ে দেখা যায় ওই যুবক অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবক লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষনাৎ তাঁকে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও মৃতের পরিবারের দাবি, ধৃত তিতলির সঙ্গে বাবলুর সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না।

মাসিক কিস্তি না মেটানোয় বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে গেল 'ব্যাঙ্ক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোনের মাসিক কিস্তি মেটাতে না পারার ঘটনায় অসুস্থ বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল একটি ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। ওইদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত তাঁকে আটকেও রাখা হয় বলে অভিযোগ। মারধরও করা হয়। ঘটনায় নরেন্দ্রপুর থানায় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় বৃদ্ধার ছেলে দেবাশিস বিশ্বাস জানান, এক মাসের কিস্তি মেটাতে দেরি হচ্ছিল তাঁদের। আর এরপর থেকেই তাঁদের নানারকম হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এরপর মঙ্গলবার সকালে দেবাশিসদের বাড়িতে আসেন ব্যাঙ্কের কিছু লোকজন। তখনই বাদানুবাদের মধ্যে বাড়ি থেকে আচমকা তাঁর অসুস্থ মাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে দেবাশিসবাবু এও জানান, মাস পাঁচেক আগে ওই ব্যাঙ্ক থেকে তাঁরা এক লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলেন। সেই লোনেরই এক মাসের কিস্তি বাকি ছিল। এর আগেও তাঁরা ওই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছিলেন বলে জানাচ্ছেন। একবার ৩০ হাজার ও একবার ৫০ হাজার। দু'বারই লোন পরিশোধও করে দেন। এরই পাশাপাশি দেবাশিসবাবু এও জানান, সম্প্রতি ফের তাঁদের লোন নেওয়ার জন্য বারবার ফোন করা হয়েছিল। প্রয়োজন থাকায় ১ লক্ষ টাকা লোনও নেন। নিয়মিত কিস্তিও মেটাচ্ছিল তাঁরা। কিন্তু, ফেব্রুয়ারি মাসের কিস্তির টাকা এখনও পর্যন্ত দিতে পারেননি। তারপরেই এ ঘটনা। শেষে ছেলের অভিযোগ পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে ওই বৃদ্ধাকে ছাড়িয়ে আনে। বৃদ্ধা ও তাঁর ছেলের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জোর করে তাঁদের থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেয়। ১৫ মার্চের মধ্যে কিস্তির টাকা তারা পরিশোধ করবেন। অন্যদিকে এ ঘটনায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কলকাতার রাস্তায় উদ্ধার যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাস্তায় গভীর রাতে উদ্ধার এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ। স্থানীয় সূত্রের খবর, দক্ষিণ কলকাতার রিজেন্ট পার্ক এলাকার টেকনিশিয়ান স্টুডিওর পাশের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। হেলমেট পড়ে থাকলেও ঘটনাস্থলের কাছাকাছি কোনও বাইক পায়নি পুলিশ। নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। এদিকে মৃতের পাশেই পড়ে ছিল একটি হেলমেট, যা দেখে আরও স্পষ্ট ধারণা করা হচ্ছে, তিনি মোটরবাইকের যাত্রী ছিলেন। কিন্তু এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর কীভাবে তিনি ওখানে এলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একইসঙ্গে পুলিশ এও জানার চেষ্টা করছে, এত রাতে কোথা থেকে ফিরছিলেন অনুপবাবু বা কার সঙ্গে ছিলেন সে ব্যাপারেও। ইতিমধ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ পাশাপাশি এও জানিয়েছে, বছর পঁয়ত্রিশের অনুপ মণ্ডল থাকতেন ঠাকুরপুকুরের বাদামতলায় মণ্ডলপাড়া এলাকায়। তিনি পেশায় ছিলেন আলিপুর আদালতের মুহুরি। কর্মরত ছিলেন সিনিয়র আইনজীবীর অধীনে। এটা নেহাতই দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত খুন, সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ভোররাতে দেহ উদ্ধারের এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে চিহ্নিত করা হয়েছে একটি বাইক। সেই বাইকে তিনজন যাচ্ছিলেন। বাইকের পিছনের আসন বা পিলিয়নের শেষ প্রান্তে বসেছিলেন মুহুরি অনুপ মণ্ডল। বাইক থেকে তিনি পড়ে গেলেও বাকি দু'জন বাইক নিয়ে চলে যান।

দুই দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই দিনে দুটি দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। জিটিএ নিয়োগে দুর্নীতি মামলা এবং বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর ও বাফার এলাকায় থাকা রিসর্ট, হোটেল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এর পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠে গেল, এতদিন পর হঠাৎ রাজ্য এই মামলা হাইকোর্ট থেকে কেন সরানোর দাবি জানাল তা নিয়েও।

প্রথম মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর কারণ হিসেবে রাজ্যের ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন তিনি। এই ইস্যুতে রাজ্যের ভূমিকায় হতাশ বিচারপতি। তাই কার্যত বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। এদিন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সার্কিট বেঞ্চের আইন সামনে আনেন। তাঁর যুক্তি এই মামলা শোনার এক্তিয়ার এই আদালতের নেই। কিন্তু গতবছরের ৩০ এপ্রিল থেকে ২৫ বার শুনানির পর কেন এই আর্জি তার ব্যাখ্যা রাজ্য করেনি।

এই দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বিনয় তামাংয়ের। তাঁদেরকে নোটিস পাঠানো হয়নি কেন, সে বিষয়ে বিচারপতির প্রশ্ন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এতদিনে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে। এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। এরপর দুপুরে বক্সা টাইগার বাফার জোনের মামলায় রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একই আইন তিনিও দেখান। বিচারপতি এরপর ওই মামলা থেকেও সরে দাঁড়ান। এই মামলা থেকে সড়ে দাঁড়ানোর বিরোধিতা করে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত প্রশ্ন তোলেন, 'জায়গা নয় বিচারপতি গুরুত্বপূর্ণ। সার্কিট বেঞ্চে এই মামলার কী ভবিষ্যৎ হবে?' তবে জিটিএ মামলায় রাজ্যের ভূমিকার পর রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন তৃণাঙ্কুরের সঙ্গে সরকারের পদস্থ আইনজীবীর সম্পর্কের কারণেই কী রাজ্য সুর নরম করল?

উদ্ধার কামারহাটির প্রাক্তন কাউন্সিলরের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কামারহাটি পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিএম কাউন্সিলর অমিত পাল মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। চারদিকে খোঁজ চালিয়ে সন্ধান না মেলায়, পরিবারের তরফে বেলঘড়িয়া থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছিল। যদিও ওইদিন রাতে বেলঘড়িয়ার ৩ নম্বর রেলগেট সন্নিহিত রেললাইনের ধার থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। প্রাক্তন কাউন্সিলরের মৃত্যুর কারন নিয়ে ধোঁয়াশায় তাঁর পরিবার। এটা খুন, নাকি আত্মহত্যার ঘটনা, রেলপুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। দলের প্রাক্তন কাউন্সিলরের রহস্য মৃত্যু নিয়ে কামারহাটির প্রাক্তন বিধায়ক তথা সিপিএম নেতা মানস মুখোপাধ্যায় বলেন, কাউন্সিলর হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল অমিতের। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনের সঙ্গে ওঁর সুসম্পর্ক ছিল। সেই কারণে মনে হচ্ছে না, এটা খুনের ঘটনা।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওঁর মৃত্যুর কারন জানা যাবে।

তবে ওঁর মৃত্যু নিঃসন্দেহে রহস্যজনক। ঘটনার কারন অনুসন্ধানে পুলিশকে সঠিক তদন্ত করতে বলা হয়েছে। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও চক্র কাজ করেছিল কিনা, তা-ও পুলিশকে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। মানস বাবুর কথায়, পরিবারে ওঁর কোনও সমস্যা ছিল না। ছেলে-মেয়ে উভয়েই ভালো কাজ করে। মনে হয়, ঘটনার পিছনে অন্য কোনও চক্র আছে। তাই ঘটনার কারন নিয়ে তাঁরা এখনও অন্ধকারে।

তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে ঢাকে কাঠি

শুভাশিস বিশ্বাস

ধীরে ধীরে বঙ্গ রাজনীতিতে লাগছে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপ। এমনই আবহ তৈরি হল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন থেকে। যা বৃহস্পতিবার হতে চলেছে নেতাজি ইন্ডোরে। আর এই রাজ্য সম্মেলন থেকে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূল সুপ্রিমো ঠিক কী বার্তা দেন তা জানতে মুখিয়ে বঙ্গ রাজনীতির সকলে। কারণ, বৃহস্পতিবারের এই রাজ্য সম্মেলন থেকেই আগামী দিনে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে দল কোন পথে চলবে এবং বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার দিক নির্দেশ দিতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো এটা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কী বার্তা দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো তার আঁচ পেতে তৃণমূল অন্দরে কান পাততেই সামনে এসেছে বেশ কিছু তথ্য। শোনা যাচ্ছে, দলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা নিয়ে কড়া বার্তা দিতে পারেন তিনি। কারণ, দলীয় এই দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রায়শই অস্বস্তিতে ফেলছে শাসকদলকে। এরই পাশাপাশি নজরে থাকবে পিছিয়ে থাকা বিধানসভা ও পুর এলাকা। এছাড়াও রাজ্য সম্মেলনে গুরুত্ব পেতে চলেছে ভুয়ো ভোটার প্রসঙ্গও। কারণ এই ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে এই মুহূর্তে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। এই প্রসঙ্গেই বুথ স্তরে ভোটার তালিকায় বিশেষ নজরদারির জন্য নেতাদের দায়িত্ব বুঝিয়েও দেওয়া হবে। একইসঙ্গে শাসক দলের নয়া কর্মসূচি ঘোষণা হতে পারে এই সম্মেলন থেকে। অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারের সম্মেলনে যে সব ইস্যুতে মুখ খুলতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো তার মধ্যে সাম্ভাব্য বলতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, প্রথমত জোর দেওয়া হবে ভুয়ো ভোটার ধরা অভিযানে এবং এই কাজে কড়া নজরদারির বার্তাও দিতে বলবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। দ্বিতীয়ত, নিজেদের দুর্বলতা খুঁজে বার করার পাশাপাশি বুথভিত্তিক দুর্বলতা মেটানোর ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া। তৃতীয়ত, যে ব্যাপারটি শাসকদলের বর্তমানে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে সবাইকে একসাথে থাকার বার্তাও দিতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সঙ্গে বার্তা দেবেন, ব্যক্তি নয় দল বড়। চতুর্থত, সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করতে হবে উন্নয়নকে। এর পাশাপাশি উঠে আসবে দল যে সংস্থা নির্ভরশীলতা নয় তাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া। কারণ, তৃণমূল সুপ্রিমো সবসময়ই চান, দল চলবে সাংগঠনিক দক্ষতার ভিত্তিতে। এর পাশাপাশি পর্যবেক্ষক বা ওই জাতীয় বিষয় ফেরার সম্ভাবনার কথাও এদিনের সম্মেলন থেকে জানাতে পারেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিকে আবার দলীয় বিধায়করা সাংগঠনিক বদল নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে শীর্ষ নেতৃত্ব। তার জেরে শাখা সংগঠনের মাথায় বদল হতে পারে। এই বদলের কথাও শোনা যেতে পারে এদিনের এই সম্মেলন থেকে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরাও।

সিবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাচ্ছেন অভয়ার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি রওনা দিচ্ছেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক ছাত্রীর জন্য সুবিচার ছিনিয়ে আনতে তাঁদের দিল্লিতে যাওয়া। সঙ্গে তাঁরা এও জানান, আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবা-মা বৃহস্পতিবার দিল্লি যাবেন।

নির্যাতিতার বাবা-মায়ের অভিযোগ, তাঁরা ন্যায়বিচার পাননি। সিবিআই-এর তদন্তেও তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট নন। সেই কারণেই এবার সরাসরি সিবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন তাঁরা। নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, 'গত ৭ মাসে তদন্ত যেভাবে এগিয়েছে, তাতে আমরা একেবারেই খুশি হতে পারিনি। তদন্তে কোনওরকম অগ্রগতিও চোখে পড়েনি। এমনকি আমাদের সিএফএসএল এবং ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্টও দেওয়া হয়নি। আর সে কারণেই মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর বিচার চাইতে আমরা দিল্লি যাচ্ছি।'

এদিকে আরজি কর মামলায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কেই মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে সিবিআই। গত ১৮ জানুয়ারি আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপর ২০ জানুয়ারি তার শাস্তি ঘোষণা করা হয়। সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে আজীবন কারাবাসের সাজা শুনিয়েওছে শিয়ালদা আদালত। কিন্তু এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত বলে উল্লেখ করে আসছেন সকলে। সিবিআইয়ের নিষ্ক্রিয়তার কারণে বাকি অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যান বলে বারবার উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কেন বাকি অভিযুক্তদের সঠিক তদন্তের দ্বারা গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এই প্রশ্ন তুলে সরব হন সকলে। শুধু তাই নয়, প্রথম থেকেই নির্যাতিতার পরিবার দাবি করে আসছে, তদন্তকে ভুল পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সময় পেরলেও সুবিচার মেলেনি মেয়ের। আর সেই কারণেই এবার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল্লিতে যাচ্ছেন আরজি করের মৃত পড়ুয়া চিকিৎসকের পরিবার।

সম্পাদকীয়

সংহতির পথে প্রধান বাধা তথাকথিত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা

বিবেকানন্দ ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী, তিনি ধর্মকে বেদান্তের আলোকে সুস্পষ্ট ভাবে ভারত তথা স্বদেশ ছাড়িয়ে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন। ধর্ম যে একে অপরকে ভালবাসতে শেখায়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুছে ফেলতে শেখায়, দেশের বৃহৎ স্বার্থের কাছে নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ ভাবতে শেখায়, তা যে আশামূলক এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাঁচতে শেখায়, বিবেকানন্দ সে কথাই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। মানবিকতাই যে প্রকৃত অর্থে ধর্ম, তা বিবেকানন্দের জীবন থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয়। তথাকথিত হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ সকল ধর্মের মানুষ নির্বিশেষে যদি ধর্মের এই প্রকৃত স্বরূপটিকে অস্বীকার করে এবং গোষ্ঠীগত আচার-আচরণকেই ধর্মের স্বরূপ বলে মনে করে, তা হলে তা নিছকই সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন থাকে। এই ভুলটাই আকছার চতুর্দিকে ঘটে চলেছে এবং তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে মানুষকে। তাই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপটি কী এবং রাজনৈতিক স্তরে ধর্মের গতিবিধি কত দূর হওয়া প্রয়োজন বা আদৌ প্রয়োজন কি না; তা বিশ্লেষণ করা বর্তমান সময়ে খুবই জরুরি। মননশীল মানুষরা ভারতবাসীকে ধর্মের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে চাইলেও সে কাজে সম্পূর্ণ সফল হননি। আজ যদিও আর্থিক উন্নতি ও পেশাগত পার্থক্যের কারণে ভারতে জাতিভেদ প্রথা অনেকটাই দুর্বল, তবুও ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিভেদ প্রথার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে জাতিভেদ প্রথার বিভেদমূলক অপশক্তি কিছুটা স্তিমিত হতে পারে। যদিও তথাকথিত শিক্ষিতরা অনেকেই লোকায়ত মানুষের তুলনায় বেশি করে বিভেদভাবনায় জড়িয়ে পড়েন। বিভেদকামীদের সক্রিয়তা সত্ত্বেও ভারতের অন্তর্নিহিত সর্বধর্মসহিষ্ণুতা রক্ষা পেয়েছে এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক ভারতের ঐক্যকে এখনও সেই অর্থে বিঘ্নিত করতে পারেনি। এ বিষয়ে সরকারি সদিচ্ছা বাড়াতে হবে, সংবাদমাধ্যমগুলিকেও ন্যায়ের পথে চলতে হবে। সংহতির পথে প্রধান বাধা যে তথাকথিত ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা; তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জানি না ব্যক্তিমানুষ কবে তা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। তবে তার চেয়েও বড় বাধা আর্থিক বৈষম্য। প্রাদেশিক লড়াইয়ের অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার। সাম্প্রতিক ঘটনাবলির দিকে তাকালে আমরা প্রত্যেকেই বিষয়টি বুঝতে পারি। যান্ত্রিক এই বিশ্বে বিবেকানন্দের সেই চরম অনুভূতির স্তরে পৌঁছনো আশু প্রয়োজন

শব্দবাণ-২০৪

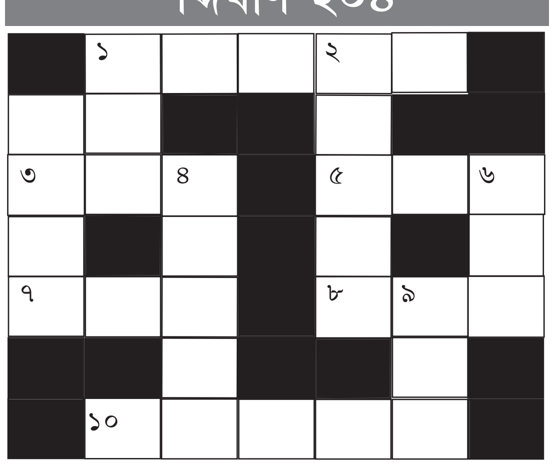

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জীবনযাত্রার উপযোগী ৩. অসমান ৫. গুরুত্ব, মর্যাদা ৭. হোম ৮. কুশল, নিপুণ ১০. বনরক্ষক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা ২ .হাতঘড়ি ৩. অসহ্য ৪. বড়ো শহর ৬.নং ৯ .ভীষণ ঝগড়াঝাঁটি।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৩

পাশাপাশি: ১. সরকার ৩. খাবার ৪. কলপ ৬. মানান ৯. বছর ১০. চলাচল।

উপর-নীচ: ১. সরসী ২. রঙ্গিলা ৩. খানসামা ৫. পঞ্জীকার ৭. নাকচ ৮. ডবল।

জন্মদিন

আজকের দিন

বি এস ইয়েদুরিয়াপ্পা

১৯৪৩ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বি এস ইয়েদুরিয়াপ্পার জন্মদিন।
১৯৫২ বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্দেশক প্রকাশ ঝার জন্মদিন।
১৯৮৬ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় সন্দীপ সিংয়ের জন্মদিন।

ভিড় হবেই, নিয়ন্ত্রণের দায় কার?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ভিড়? সে তো আমাদের আজন্ম সঙ্গী। সঙ্কট ও সঙ্গী। ভিড় হল ভারতের সিগনেচারী বিউটি। আপনি ট্রেন মিস করেছেন? মন্ডপে ঢুকতে পারলেন না? জগন্নাথ দেবের দর্শন পেলেন না। নিজেকে নিয়ে হতাশ হবেন না। রাগ হোক। দুঃখ হোক। মেজাজ ভার হোক। হতাশ হবেন না। মনে রাখতে হবে আমি কোন ছাড়। আরে স্বয়ং রবি ঠাকুর ট্রেন মিস করেছেন ভিড়ের গুঁতোয়। ১৯২৫ এ রবি ঠাকুর তাঁর পুত্র পুত্র বধূকে নিয়ে পিট্টাপুরম যাচ্ছিলেন। ট্রেন এল। ছেলে ছেলের বৌ উঠে গেল। ভিড় ঠেলে কবি আর উঠতে পারলেন না। কি কান্ড ট্রেন ছেড়ে দিল।

ভিড়, সমাগম, জড়ো হওয়া, একত্রিত হওয়া যেটাই বলি না কেন- আমাদের জনঅরণ্যের আঙিনায় এ এক অতি সাধারণ পরিচিত ছবি হিসেবে পর্যবসিত। ভিড় বেশী হলে আমাদের বিরক্ত লাগে, একদম না হলে আবার আক্ষেপের সুর। ১৪০ কোটির দেশে যদি ভিড় না পাই তবে যে সম্মেলনের প্রাণশক্তিটাই মেলে না। আমাদের এত মানুষ আছে বলেইতো ভারতবর্ষ তার মূল্য ঠিক করেছে পৃথিবীর মাঝে। শেষ হল মহাকুম্ভ। এক মহাপর্ব। আনন্দ খুশী বিষাদ পুণ্য বিতর্ক সবকিছুই এসে মিলল এই মিলন প্রাঙ্গনে। মহাকুম্ভ একা না, যে কোনো মহা মিলনেই এই সব কিছু মিলে একাকার হয়। যেকোনো মহামিলন এলেই বিশ্বাস অবিশ্বাস ভক্ত অভক্ত সবাই একটা কথা বলবেই- বড্ড ভিড়! কেউ খুশীতে বলে কেউ বা বিরক্তিতে।

হোলি গণেশ চতুর্থী কুম্ভ চারধাম যাত্রা মেলা এমনকি লোকাল ট্রেন এলে যে ভিড় যে সমাগম আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয় সেই ভিড় হজমের স্বভাবসিদ্ধ মেজাজ বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের মানুষের নেই। আজকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যাই- তারা বড়জোর ভিড় দেখে কিসে? এই ধরন ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ, অলিম্পিকে, এন জি বি গেমসে বা যদি কোনো সুপার টেনিস ম্যাচ হয় তাতে। তাই ভিড় এবং তার নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়ের সাথে তাদের খুব বেশী বোঝাপড়া করতে হয় না। বিষয় যদি হয় ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ভিড় সামলানো- তখন যতটা সহজে কম জনসংখ্যার, তার থেকেও বড় কথা কম জন বৈচিত্র্যের দেশ গুলো করতে পারে, তা ভারতের মত বিপুল জন বৈচিত্র্যের ও জনসংখ্যার দেশের পক্ষে একটু কঠিনতো বটেই। তা সত্ত্বেও ভিড় সামলানো প্রক্রিয়াটি বিষয়ে ভারতকে আরো অনেক সাবালক হতে হবে। মহাকুম্ভে যে টুকু অভিযোগ যে টুকু অসুবিধা মানুষের হয়েছে সে টুকুও যেন না থাকে তারজন্য যথাযথ ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আগামীতে হওয়া উচিত। দুর্গা পুজোতেও প্রতি বছর শুনি হয় এই মণ্ডপ বন্ধ না হয় ভিড় সামলাতে ওই এলাকায় তালা পরেছে। এখানে এর দোষ তার ঘাড়ে দেওয়ার পর্ব চলছে না। এখানে প্রথমেই বুঝতে হবে ভিড় সম্বন্ধে লোকবিদ্যাতেই ব্যাপক ঘাটতি। সবাই আগে যাব। সবাই লাইনে প্রথম থাকব। সবাই চাইছে অগ্রাধিকার। তার ওপর থাকছে ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রশাসনিক সংবেদনশীলতা। আর এই ধরনের আয়োজন এমন যেখানে মানুষের সরাসরি সমাগম বাধ্যতামূলক। যে লোকটা কালকেও ভার্চুয়াল মিটিং সারল। সেই আজ সদলবলে ভিড়ের অংশ। এই ভিড় আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চাকার চালিকাশক্তি। ঐতিহ্যের মহাযান। গৌরবের ফসল। তাই সবাই চায় যে কোনো আচার অনুষ্ঠানে উৎসবে ভিড় হোক। একত্রিত হোক ভারতবর্ষ।

আমাদের ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত যেটা হচ্ছে তা হল ক্রাউড কন্ট্রোল। যেখানে পুলিশ সেনা নিয়োগ, ভিড়ে নজরদারি, ভিড় কোনদিকে কখন কম বা বেশী তা দেখাশুনো নিয়ন্ত্রণ চলে। নিরলস পরিশ্রম করে যে কোনো প্রশাসন। কিন্তু ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট- যা আরো গভীর বিষয়। যেখানে ভিড়ের পূর্ব পরিকল্পিত ছক তৈরি, জনমানসে সেই ভিড় সম্বন্ধে শিক্ষা প্রচার, ভিড়ের মধ্যে কেমন আচরন করবেন একজন নাগরিক তার সচেতনতা তৈরি, ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নানান পদ্ধতি এবং অতি অবশ্যই ভিড় সামলাতে দেখাশোনাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ এই সবটা যখন একত্রিত হয় তখন তা ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট। আমাদের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা যে হারে উন্নতি হয়েছে- মানুষের সমাগমে অংশ নেওয়াটা কেবলমাত্রই বাড়ির ভেতরে থাকার জন্য যেটুকু অপেক্ষা ব্যাস সেটুকুই। তাই মনে হয়- স্কুল পাঠ্যক্রমেও ভিড়, ভিড়ে নাগরিকের দায়িত্ব আচরন আচরনবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে অধ্যায় বা কিছু শিক্ষা গ্রহণ অত্যাবশ্যক করার সময় উপস্থিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই এ আই (আর্টিফিশিয়াল ইন্ট্যালিজেন্স) ভিডিও অ্যানালাইসিস ক্যাপাসিটি শুরু করা হয়েছে ভিড় নিয়ন্ত্রণে। যেখানে অতি উন্নত ক্যামেরার মাধ্যমে প্রতি ঘনমিটারের ভিড় ও তার প্রকৃতির ওপর নজর চলছে। ফ্লো- রেট এবং ভেলোসিটি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সতর্ক করে দেবে- এবার একটু মানুষের ভিড় সামলাও; বা একটু রেড সিগন্যাল দাও বা সতর্ক করে নির্দেশ দেবে অতিরিক্ত সেনা সুরক্ষা বাহিনী মোতায়েন করতে হবে কিনা। আমাদের যত ভিড় দুর্ঘটনার তথ্য আসে, তার অধিকাংশই দেখা যায় কেউ গুজব রটালো আর অমনি উত্তেজিত জনতা পাগলের মত দৌড়াতে শুরু করল। ফলে বটল নেক কখন যে হঠাত করে সৃষ্টি হবে তা কি কেউ হাত গুনতে জানে! তথাপিও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জোরে ভিড়ের আদব কায়দা প্রকৃতি গতি বিধি বোঝার কাজ চলতেই পারে এবং তা উপকারী ফল দেবে। বেশি কিছু না , শিয়ালদহ স্টেশনে হঠাত যদি ঘোষণা করে গেদে লোকাল যা ৩ নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ার কথা ছিল তা ৫ নাম্বার থেকে ছাড়বে। কল্পনা করিতো একবার হুড়োহুড়ির ছবিটা! জাপান যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে। তারা প্রত্যেক রেল স্টেশনে রিয়েল টাইম ভিডিও সারভিলেনস পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে । যার ফলে ভিড়ের ঘনত্ব, তার প্রকৃতি, তার প্রকৃতি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সেই মতো সঙ্কেত যাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষের ঘরে। টোকিয়তে ব্যস্ত সব রেল স্টেশনেও বটল নেক হয় না- শুধুমাত্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আগাম সতর্কতায়। সিঙ্গাপুরের এমটিআর ব্যবস্থাতেও অসংখ্য প্রস্থান দ্বার ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে ভিড় থাকলেও তার যথাযথ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে। দুবাই বাদ যায় কেন? যেই ভিড় বেড়ে যায় ট্রেনে বোর্ডিং সাময়িক স্থগিত থাকে। মহাকুম্ভ ২০২৫ এও আর্টিফিশিয়াল ইন্ট্যালিজেনস ব্যবহার করা হয়। যেখানে অন্তত পক্ষে ২৭০০ নজরবন্দী ক্যামেরা ব্যবহৃত হয় মেলা চত্বরে। প্রতি ক্যামেরাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে বলবান ছিল। ফলে, ৬০ কোটির মহামিলনে যে টুকু অভিযোগ জমা পরেছে তাতে কেবলমাত্রই প্রশাসনিক

অক্ষমতার দোহাই দিলে হবে না। ভিড় ও তাতে আমাদের আচরণ নাগরিক কর্তব্যেও যে যথেষ্ট ত্রুটি থাকে তা মানতে হবে। তথাপিও উল্লেখ করতেই হবে আমাদের যা বিপুল জনসংখ্যা এবং সব ক্ষেত্রেই জনস্রোত যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি দিন কে দিন অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিক বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট দেখিয়ে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ডিপ লার্নিং ইন ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট- যেখানে ভিড়, ভিড়ের মাঝে ফেস ক্যাপচার, ভিড়ের প্রতি সেকেন্ডের গতি প্রকৃতি ধরা এবং সেই মত সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট সবটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চলে। হ্যাঁ, এটা মানি অলিম্পিক আর আমাদের রথযাত্রা এক না। ফুটবল বিশ্বকাপ আর মহাকুম্ভ এক না। যতটা ভবিষ্যত বা সম্ভাব্য ছবি একটা ফুটবল ম্যাচে দেখা যায় তা কখনওই একটা জন পুণ্য সমাগমে অনুমান করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা একটা অলিম্পিকে পৃথিবীর লোক জড়ো হলেও তা বিশেষ আর্থ সামাজিক স্তরের মানুষের ভিড় , কম বেশী একই মানসিকতার মানুষ বলেও ধরতে পারি। কিন্তু আমাদের পুণ্য ভূমির যে কোনো গ্যাদারিং এর এটাই যে বৈশিষ্ট্য- এখানে প্রতি বর্গ মিটারে পঁচিশ বা তারও বেশি বিচিত্র প্রকার মানুষ অবস্থান করছেন। একজন অতি ধনী এবং অতি দরিদ্র পাশাপাশি হাঁটুর ব্যথা নিয়ে হাঁটছেন। তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে রাতারাতি ম্যাজিক দেখাবে এও ভাবা বোকামি। দরকার- রিয়েল টাইম ক্রাউড ম্যানেজমেন্টের ওপর আরো গভীর অধ্যয়ন গবেষণা এবং ন্যাশনাল ডিজাসটার ম্যানেজমেন্টের আরো অনেক প্রযুক্তি নির্ভর সাধনা। ভারতের প্রত্যেকটি কমিউনিটিতে জার্মানীর মতো ভিড় ও ভিড়ের মাঝে কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে সচেতন করার সময় এসেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে তাকাই। ২০২২ র ২৯ শে অক্টোবর ইতেওয়ান এর ক্রাউড ক্রাস! কিছু বোঝার আগেই কত মানুষের ভিড়ে মৃত্যু। সরকারের তারপর টনক নড়ল। সরকার সিকিউরিটিকে ভিড় সামলানোর আরো আধুনিক পাঠ দিতে শুরু করল। শুরু হল ক্রাউড সাইকোলজি বোঝার পালা। কমিউনিটি ভলিনটিয়ার তৈরি শুরু হল। আজকে সিঙ্গাপুর জার্মানী জাপান- জনসাধারণকে ভিড়ের মাঝে করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহল করা হয়। যা আমাদের ব্যবস্থায় একেবারেই নেই। ব্রাজিল রিও কার্লিভালে আর্টিফিশিয়াল ইন্ট্যালিজেনস ড্রোন এবং কমিউনিটি এডুকেশন সবকটিই সমান ভাবে ভূমিকা পালন করে। এটাতো মানতে হবে হঠাত এপাশ থেকে ওপাশ হলে আমাদের যে কোনো বড় রেল স্টেশনে হুড়োহুড়িতে যা কিছুই ঘটতে পারে। আমাদের দেশেরও প্রত্যেক বড় স্টেশন হোক জাপানের সেনজুকু- র মতো। পৃথিবীর ব্যস্ততম স্টেশন কিন্তু সুরক্ষার ঘরেও প্রথম। নিশ্চিত ভাবে অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ হচ্ছে, ভুলে গেলে চলবে না মানুষের জনগনের স্বাভাবিক নাগরিক বুদ্ধিমত্তাও স্বাভাবিক ভাবে বইছে। তাই ভিড় হয় কিন্তু পদপৃষ্ঠ হয় না। নাগরিক আচরন নাগরিক সহযোগিতা নাগরিক সুঅভ্যাস পাঠ একান্ত ভাবে পাঠ্যক্রমের বাধ্যতামূলক অংশ হওয়া উচিত। যেহেতু ভারতের নগরায়ন এবং জনজীবনে আধুনিকতার ছোঁয়া জোয়ারের বেগে আসছে তাই সে হারে নাগরিক আচরনেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন একান্ত দরকার। একটা প্রশাসন অনেক ক্যামেরা অনেক পুলিশ। গনচেতনার বিকাশ বেশ কিছু ধাপ পিছিয়ে।তাই এত উন্নতির পরেও গনচেতনার ঘরে জাপানের উদাহরণ আনতে হল। নাগরিক আচরনের যত সৌজন্য আছে তার অন্তরাসনে রাজা কেন না আমরা? ঠিক যে কারণে লিখতে হয় এখানে থু থু ফেলবেন না ঠিক সেই মানসিকতার থেকেই আমিই আগে যাব এই উত্তেজনার জন্ম। তার থেকেই অকারণ হুড়োহুড়ি। ১৪০ কোটির দেশে আগে পরে যাওয়ার তোর থেকেই যায়। কিন্তু সেই তোর যদি নাগরিক কু-আচরনের রিপুতে বারবার থমকে যায় তাহলে হাজার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করলেও যে ভিড়ের ভয়ানক ছবি থামবে না। ভিড় যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনই ভিড়ের মাঝে আচরন সহযোগিতা হোক স্বতঃপ্রসারিত। বাকি রইল জ্যাম জট। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্যাম জট হল মহাকুম্ভেই। ৩০০ কিলোমিটার! কিন্তু কত ঘন্টা মানুষ অপেক্ষা করেছে? চব্বিশ ঘণ্টা মেরেকেটে। চিনের বেজিং- টিবেট এক্সপ্রেস ওয়েতে ২০১০ এ ১০০ কিলোমিটার জ্যাম হয়। তা সামলাতে চিন সরকারের সময় লেগেছিল ১২ দিন! প্রযুক্তির কাঙাল দেশ তাতেই এই! ১২ দিন গাড়ি ঘোড়া তেই মানুষের থাকা খাওয়া ঝিমিয়ে নেওয়া। বটল নেক বটল নেক করে আজ কুম্ভে চিল চিৎকার চলছে। গঠনমূলক সমালোচনা একান্ত দরকার, কিন্তু যারা তির্যক ভঙ্গিতে সমালোচনার ঝড় তুলছে তারা ভুল করেও উদারপন্থী চিনের উদাহরণ দেয় না। একটা বিষয় মানতে দ্বিধা নেই- আকস্মিক বটল নেক গঠন হলে তা সামাল দেওয়া যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মানুষের সচেতন আচরন বটল নেক তৈরির পথে বেগ আনতে পারে। আমাদের প্রয়াস লক্ষ্য নিবন্ধের উদ্দেশ্য সেটাই। ভিড়ের মাঝে ছটফট করে আগে যাওয়াটাও একটা লোভ। খচমচ করছে এই বাক্যটা? তাই না? প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞেস করি-এটাই সত্যি। এটা যেন আর সত্যি না থাকে তার জন্যই দরকার সবদিকের এফেকটিভ ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট। যার প্রথম উপকরণ- ভিড়ের মাঝে আমার আপনার আচরন।

ভগৎ সিং মানেই বিপ্লব

লেলিন, মার্ক্সবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ

প্রদীপ মারিক

জীবনের শেষ মুহূর্তে ভগৎ সিং এর মনে প্রবল ইচ্ছা হল, লেনিনের বিপ্লবী জীবনী গ্রন্থটি তাকে পড়তেই হবে। জেলের সিপাহীর হাত দিয়ে তার আইনি পরামর্শদাতা বন্ধু প্রাননাথ মেহতার কাছে গোপন বার্তা পাঠালেন, 'অন্তিম আইনি পরামর্শের অজুহাত দেখিয়ে এক্ষুনি এসো। আসবার সময়ে লেনিনের 'জীবন চরিত' গ্রন্থটি অবশ্যই নিয়ে এসো।' সূর্যাস্তের পর থেকেই জেলের মধ্যে ভাগৎ সিংয়ের ফাঁসির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এমন সময়ে প্রাননাথ ভগৎ সিং এর সেলে এসে পৌঁছতেই ভগৎ সিং জিজ্ঞাসা করলেন 'বইটা এনেছো?' প্রাননাথ ভগৎ সিং এর হাতে 'বিপ্লবী লেনিন' বইটা তুলে দিলেন। বইটা হাতে পেয়েই তার চোখ মুখ আনন্দে ভরে গেল। প্রাননাথ জিজ্ঞাসা করলেন 'ভগৎ তুমি দেশের জন্য কিছু বলে যাও।' বই থেকে মুখ না তুলেই তিনি জবাব দিলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ / ইনকিলাব-জিন্দাবাদ।' ভগৎ আপন মনে লেনিনের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করছেন। এই সময় সেলের তালা খুলল। জেলের কর্তা বললেন, 'সরদারজী, ফাঁসি লাগানে কা হুকুম আগেয়া হ্যায়। আপ তৈয়ার হো যাইয়ে।' ভগৎ সিং এর ডান হাতে বই। বাঁ হাত বাড়িয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান একজন বিপ্লবীর সাথে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।' থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন জেলের বড়বাবু । কিছুটা পড়বার পর বইটা রেখে ভগৎ সিং তেজদীপ্ত ভঙ্গিতে জোর পায়ে দাঁড়িয়ে কপালে মুষ্টি বদ্ধ হাত ঠেকালেন। 'বিপ্লবী লেলিন' বইটার দিকে তাকিয়ে সন্মান জানালেন। ইতিমধ্যে অপর সেল থেকে এসে গেছেন সুখদেব আর রাজগুরু। পরম আনন্দে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু উচ্চস্বরে স্লোগান তুললেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ'। তিন বন্দিকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হল। স্থির, অচঞ্চল, অকুতোভয়ের প্রতিমূর্তি তিন বিপ্লবী। ভগৎ মৃদু হেসে সিপাহী এবং জেলারবাবুদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা সত্যি সত্যিই বড় ভাগ্যবান। কারন, আপনারা আজ এই দৃশ্য দেখার সুযোগ পাচ্ছেন যে, ভারতীয় বিপ্লবীরা তাদের মহান আদর্শের জন্য কিভাবে প্রসন্ন চিত্তে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। লজ্জায় সুপার, জেলারদের মাথা নীচু হয়ে যায়। ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর গলায় ফাঁসির দড়ি পড়িয়ে দেওয়া হল। ভগৎ সিং হাত নেড়ে জেল সুপারকে অনুরোধ করলেন, দু মিনিট সময় দিন, যাতে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্তে মনের পূর্ণ প্রশান্তির জন্য প্রান ভরে স্লোগান দিতে পারি। আশাকরি মৃত্যু পথযাত্রীদের এইটুকু অনুরোধ আপনি রাখবেন। জেলসুপার মৌন থেকে সম্মতি জানালেন। তিন বিপ্লবী মনের পূর্ণসাধ মিটিয়ে সর্বোচ্চ কণ্ঠে ,সর্বশক্তি নিঃশেষ করে স্লোগান দিলেন, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ'। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্ত রাজবন্দীরাও স্লোগান দিতে থাকলেন। জেলবন্দীদের উচ্চকণ্ঠের স্লোগান গমগম করে উঠলো জেল চত্বর। ভগৎ সিং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ধারাকে নতুন মার্কসবাদী মতাদর্শের পথে উত্তরণের ভিত্তিগঠনে সাহায্য করেছিলেন একথা অনস্বীকার্য। ভগৎ সিং সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'ভগৎ সিং আজ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি

প্রতীক। আজ সারা দেশে যে বিপ্লব এবং বিদ্রোহের চিন্তা-আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, ভগৎ সিং সেই বিপ্লবী চিন্তায় জীবন্ত প্রতীক।' ভগৎ সিং এর ফাঁসির পর হাজারো হাজারো তরুন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হন। জেল, সেল, বন্দুকের গুলি, ফাঁসির দড়িকে উপেক্ষা করে দেশের মানুষ স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্নকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ তৈরি করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের শহীদ বিপ্লবী নেতা। ভগত সিং ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের লায়লপুর জেলার বাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের অংশ ছিল। তার জন্ম হয়েছিল একটি জাট শিখ পরিবারে। পিতা কিষাণ সিং সান্ধুর এবং মাতা বিদ্যাবতীর সাত সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন ভগৎ। ভগতের নামের অর্থ ছিল তভক্তদ। ভগৎ সিং এর চার ভাই এবং তিন বোন ছিলেন। ভগৎ সিং-এর বাবা এবং তার কাকা অজিত সিং ও স্বরণ সিং তৎকালীন সময়ের প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, তারা ১৯১৪-১৯১৫ সালের গদর আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বাঙ্গার গ্রামের স্কুলে কয়েক বছর পড়াশুনা করার পর, ভগৎ সিং পরবর্তী শিক্ষা অর্জনের জন্য লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলে ভর্তি হন। কিশোর বয়সে ভগৎ সিং ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন এবং নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯২৩ সালে, তিনি লাহোরের জাতীয় কলেজে যোগদান করেছিলেন, যা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় লালা লাজপত রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় ছাত্রদেরকে ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলিকে পরিহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ছাত্র বয়স থেকেই ভগৎ সিং একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন তিনি। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত প্রকাশনাগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেন। পিঠে পরে পুলিশের লাঠি। পরে জেলবন্দী হোন তিনি। কিন্তু কোনও অস্ত্র দমিয়ে রাখতে পারেনি তাদের। তিনি বলতেন, 'বোমা আর পিস্তল বিপ্লব করে না। চিন্তার পাথরে বিপ্লবের তরবারি শাণিত হয়।' তিনি আরো বলতেন, 'ব্রিটিশরা তাকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারা তার চিন্তাকে হত্যা করতে পারে না। ব্রিটিশ পুলিশ তার শরীরকে চূর্ণ করতে পারে, কিন্তু তারা তার আত্মাকে চূর্ণ করতে পারবে না' ১৯৩১ সালে ২৩ শে মার্চ সকাল সাড়ে ৭ টার সময় লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় ভগৎ সিং, সুখদেব থাপর এবং শিবরাম রাজগুরুকে। সেই সময় তিনজনের মুখে ছিল একটাই স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। সর্দার ভগৎ সিংয়ের পক্ষে সুর চড়িয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি বলেছিলেন, 'এই ধরনের সাহস এক বিরল ঘটনা।' অনেকেই কংগ্রেসের অহিংসার সঙ্গে ভগৎ সিংয়ের বিপ্লবী দর্শনের ফারাক খুঁজে পান না। ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে দোষী সাব্যস্ত করার বিচারটি অবশ্য বিতর্কিত ছিল। প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার জন্য, ভাইসরয় লর্ড আরউইন হাইকোর্টের তিন জন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স পাস করিয়েছিলেন। এটিকে আইনি ঐতিহাসিকরা এক অবিচার হিসেবে দেখেছেন। কারণ, এটি হঠাৎ করে, কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই, দ্রুত রায়ে পৌঁছনোর জন্য আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের একমাত্র জায়গা ছিল প্রিভি কাউন্সিল। যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। আর, সেই আদালত ছিল ইংল্যান্ডে। আরউইনের অধ্যাদেশকে অবৈধ বলে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন বা আবেদন দাখিল হয়েছিল। তার পরও সেই অধ্যাদেশ মেনেই বিচার হয়েছে। ১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর, ট্রাইব্যুনাল এক ৩০০ পাতার রায় দেয়। সেই রায়ের উপসংহারে পৌঁছয় যে সন্ডার্সের হত্যাকাণ্ডে ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরু অংশ নিয়েছিলেন। ভগৎ সিং তার শেষ চিঠিগুলোর একটিতে লিখেছেন, 'আমি যুদ্ধ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছি। আমার ফাঁসি হতে পারে না। আমাকে কামানের মুখে ঢুকিয়ে উড়িয়ে দাও।' ব্রিটিশরা ভেবেছিল একজন ভগৎ সিং কে ফাঁসি দিলে বিপ্লব থেমে যাবে, কিন্তু যে বিপ্লবী তুফান তিনি তরুণ ভারতবাসীদের মনে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন সেই সম্মিলিত স্বর ব্রিটিশ সরকারের ভারত শোষণের ভীত টলিয়ে দিয়েছিল। একজন ভগৎ সিং ভারত মায়ের জন্য লক্ষ ভগৎ সিং গড়ে দিয়ে গেল।

ক্যানিংয়ে ধান সেদ্ধ করার মেশিনে বিস্ফোরণ, অগ্নিদগ্ধ ৪ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে ধান সেদ্ধ করার মেশিনে বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন ৪ জন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত উত্তর অঙ্গদবেড়িয়ার কয়াল পাড়ায়। ধান সেদ্ধ করার মেশিনে বিস্ফোরণ হলে অগ্নিদগ্ধ হন ৪ জন। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করেছে স্থানীয় হাসপাতাল। বিস্ফোরণ এতটাই তীব্র ছিল যে আশেপাশের একাধিক বাড়িও অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বুধবার সকালে উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা পলাশ কয়াল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিজেদের বাড়িতে ধান সেদ্ধ করার কাজ করছিলেন, তখনই এই ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বয়লারের গরম জল ছিটকে এসে পড়ে তাঁদের শরীরে, চোখে ও মুখে। তাতেই গুরুতর জখম হন ঘটনাস্থলে থাকা চারজন। জখমদের মধ্যে দুই মহিলাও রয়েছেন। জানা গিয়েছে, জখমদের মধ্যে পল্লবী কয়াল নামে এক মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনাটি ঘটার পর স্থানীয়রাই জখমদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। যদিও পল্লবী কয়ালের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এই বিষয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় থাকা ভরত কয়াল জানান, ধান সেদ্ধ করার মেশিনে পরিবারের পাঁচজন কাজ করছিলাম। সেই সময়ে হঠাৎ করেই মেশিন ফেটে যায়। এই ঘটনার পর গুরুতর জখম হয় চারজন। অনুমান, ওই মেশিনে অতিরিক্ত গরম জল ছিল সেই কারণেই ফেটে যায় সেটি।

মহাশিবরাত্রিতে জল ঢালতে ভক্তদের ভিড় তারকেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বুধবার মহাশিবরাত্রি, সকাল থেকেই তারকেশ্বর মন্দিরে তাই পুণ্যার্থীদের ভিড়, এই দিনে এক অন্য মাত্রা পায় শৈব তীর্থগুলি। শিবরাত্রি উপলক্ষে সেজে উঠেছে মন্দির চত্বর। তার মধ্যে অন্যতম হুগলির তারকেশ্বর। যত বেলা বাড়ে ভিড় তত বৃদ্ধি পায় জানালো মন্দির কর্তৃপক্ষ। পঞ্জিকা

মতে, কৃষ্ণ চতুর্দশীতে হয় শিবরাত্রি, এই উপলক্ষে বিশেষ পুজার্চনা হয় তারকেশ্বরে। বুধবার সকাল ৯ টা ৪১ মিনিটে এবারের শিব চতুর্দশী শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টা ৩৯ মিনিট পর্যন্ত চতুর্দশী থাকবে। এই সময়ের মধ্যে ভক্তরা সারা দিনরাত মন্দিরে ঢুকে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে ও পুজো দিতে পারবেন।

মহাশিবরাত্রিতে জল ঢালতে ভক্তদের ভিড় তারকেশ্বরে , এদিন দুধ, বেলপাতা, আকন্দ ফুলের মালা হাতে নিয়ে বাবা তারকনাথের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন ভক্তরা। তাঁদের কারও মাথায় জল ভরা কলসি, তো কারও মাথায় ঘট, কপালে ত্রিশূল আঁকা। শিবের মাথায় জল ঢেলে মনস্কামনা জানাচ্ছেন ভক্তরা। বুধবার রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চার প্রহরে বিশেষ পুজো হবে তারকেশ্বর মন্দিরে। সেই পুজো করবেন মন্দিরের মহন্ত মহারাজ। এদিন কোনও ভোগ দেওয়া হবে না মন্দিরে।

বুধবার মহাকুম্ভের শেষ দিন, শিবরাত্রিতে 'শাহি স্নান' করতে ত্রিবেণী সঙ্গমে ভক্তদের ভিড় তারকেশ্বরের পুরোহিত মণ্ডলীর সভাপতি সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তশিবরাত্রিতে মন্দিরে ভোগ আরতি ও সন্ধ্যা আরতি বন্ধ থাকে। রাত ৯ টার সময় শিবরাত্রি উপলক্ষে তারকেশ্বর মঠ ও মন্দিরের মহন্ত মহারাজ বিশেষ পুজো অর্চনা করার পর সবকিছু ভোলেনাথকে নিবেদন করা হয়। শিবরাত্রির দিন ভোগ দেওয়া হয় না। কেউ তাঁর পার্থিব মনস্কামনা, সন্ন্যাসীরা তাঁর জাগতিক মনস্কামনা-সহ যে যাঁর মতো করে মনের কথা জানায় ভোলেনাথকে।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: টেলিফোনে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর কাছ থেকে দশ লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে তদন্তে নেমে গুজরাট ও তেলেঙ্গানার পর এবার নাম জড়াল ওড়িশারও। প্রতারিতের কাছ থেকে প্রতারণার যে অর্থ প্রতারকরা হাতিয়ে নিয়েছিল তা প্রথম জমা পড়েছিল ওড়িশারই এক ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সেই সূত্র ধরে কুলু পটেল নামের এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁকে গ্রেপ্তার করল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ওড়িশার সুবর্ণপুর জেলার সাকমা এলাকায় হানা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কুলু পটেলের সহযোগী অভিষিক্ত মেহের নামের অপর এক যুবককে। এর ফলে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে ৩ রাজ্য থেকে মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

গত ১৭ জানুয়ারি বিষ্ণুপুর শহরের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী শ্যামাপদ মণ্ডলের কাছে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন কল আসে। ফোনের অপরপ্রান্তে থাকা ব্যক্তি নিজেকে মুম্বই কাস্টমস আধিকারিক হিসাবে পরিচয় দিয়ে জানায় শ্যামাপদ মণ্ডলের নামে থাকা বেশ কিছু অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে ডিজিটালি অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। এরপরই এই গ্রেপ্তারির হাত থেকে বাঁচার জন্য নির্দিষ্ট একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা পাঠাতে বলা হয়। পরের দিনই প্রতারকদের কথামতো ওই টাকা পাঠিয়ে দেন শ্যামাপদ মণ্ডল। এরপর শ্যামাপদ মণ্ডল বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

১৯ জানুয়ারি শ্যামাপদ মণ্ডল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হলে পুলিশ একটি সিট গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। টাকা পাঠানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে গুজরাট ও তেলেঙ্গানা থেকে রি চক্রের সঙ্গে যুক্ত একের পর এক মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূত্র কাজে লাগিয়ে এবার ওড়িশার সুবর্ণপুর জেলার সাকমায় হাজির হয় তদন্তকারীরা। সেখান থেকে কুলু পটেল ও অভিষিক্ত মেহের নামের দু'জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রতারিত যে অ্যাকাউন্টে ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন সেই একাউন্ট কুলু পটেলের নামে ছিল। প্রতারণার টাকা সেই অ্যাকাউন্টে জমা হতেই দ্রুততার সঙ্গে কুলু পটেল তা বিভিন্ন জনের নামে থাকা অপর তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে দেয়। একাজে কুলু পটেলকে সহযোগিতা করেছিল তারই সহযোগী অভিষিক্ত মেহের। পুলিশের আশা ওড়িশা থেকে ধৃত এই দু'জনকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই খুব দ্রুত গোটা চক্রের পাণ্ডাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

কামারপুকুরে দেবোত্তর সম্পত্তি অধিগ্রহণের নোটিসে লাহা পরিবারের দুর্গাপুজো সংকটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের নোটিসে ঐতিহ্যবাহী আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের লাহা জমিদার পরিবারের দুর্গাপুজো সহ আরও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো নিয়ে চিন্তার ভাঁজ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলি ধন্য দুর্গা পুজো কি বন্ধ হয়ে যাবে। উঠছে প্রশ্ন? লাহা পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বেশ কয়েক মাস আগে হঠাৎ করে গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে নোটিস করা হয় কামারপুকুরের বাজারটি নাকি সরকার অধিগ্রহণ করবে। তবে তার আগে মিউটেশন নিয়ে হাজির জন্য নোটিস জারি করা হয়। লাহা জমিদার পরিবারের দাবি, এই হাট ও দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে বর্তমানে দেব কার্য করা হয়। যদি প্রশাসন এই ধরনের দেবোত্তর সম্পত্তি যদি অধিগ্রহণ করে তাহলে দেব কার্য হবে কি করে। আরামবাগ মহকুমার মধ্যে অন্যতম পবিত্র ভূমি হল কামারপুকুর মঠ ও মিশন। আর এই মঠ তৈরিতে লাহা জমিদার পরিবারের অবদান অপরিসীম। তাছাড়া মঠ সংলগ্ন লাহা পরিবারের দালান বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আমল থেকে মা দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে। তাহলে কিভাবে এই দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইতদের কাছ থেকে প্রশাসন হাটটি অধিগ্রহণ করবে। এই হাটের আয় থেকেই পুজোপাঠের ব্যয় ভার চল এখানেই প্রশ্ন উঠছে? প্রসঙ্গত, নোটিসে বলা হয়, হাট বাজার হিসাবে শ্রেণি বিভাগ বহনকারী প্লটগুলি পশ্চিমবঙ্গ এস্টেট অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ থেকে কার্যকরী ধারা ৪ এবং ৫ আরো বিশেষভাবে ৫(১) (এ)(ii) এর যৌথ অপারেশনের অধীনে হাট, বাজারের মধ্যস্থতাকারীদের অধিকার রাজ্যে সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত রায়তি খতিয়ানগুলিতে অধিকারের রেকর্ড ভুলভাবে রেকর্ড করা হয়েছে। ১৫.০৪.১৯৫৫/১৪.০৪.১৯৫৬ অধিকন্তু। পশ্চিমবঙ্গের আইনের ধারা ৬ এর অধীনে প্রদত্ত মধ্যস্থতাকারীদের ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হাটবাজার হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ এই ধরনের জমির উপর দখল নেবে প্রশাসন। তাই ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের আদেশ অনুযায়ী শুনানির তারিখে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ধরনের নোটিস পাওয়ার পরেই অবাক হন লাহা পরিবার সহ এলাকার মানুষ। পাশাপাশি নির্দিষ্ট দিনে মিউটেশনে হাজিরা দেন তারা। উপস্থিত আধিকারিককে দেবত্তোর সম্পত্তির দেওয়া যাবে না বলে জানিয়ে দেয় লাহা পরিবার। এই বিষয়ে কামারপুকুরের লাহা পরিবারের সদস্য সুবীর লাহা জানান, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে নোটিস করা হয়েছিল। আমরা প্রমাণ সহ হাজিরা দিই। কিন্তু দেবোত্তর সম্পত্তি কিভাবে অধিগ্রহণ হয় বুঝতে পারছি না। তাছাড়া লাহা পরিবারে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পদধূলি ধন্য দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে যাবতীয় দেব কাজ দেবোত্তর সম্পত্তি তথা হাটের আয় থেকেই হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই সম্পত্তি আমরা দিতে পারব না বলে পরিষ্কার জানানো হয়েছে। অপরদিকে কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান রাজদ্বীপ দে বলেন, এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। তবে পঞ্চায়েতে জানানো হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। সবমিলিয়ে এই নোটিস কাণ্ড নিয়ে রীতিমতো কামারপুকুর তথা মহকুমা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রকাশ্যে এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই যুবক। দিনের আলোয় এক যুবককে অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তির নাম মহম্মদ সেলিম এবং মহম্মদ শাহনওয়াজ। অপহৃত যুবকের পরিবারের দাবি, তাদের ছেলেকে আটকে রেখে টাকা চেয়ে ফোনে হুমকি দিচ্ছিল সেলিম ও শাহনওয়াজ। পরবর্তীতে তারা বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হলে এদিন ভোররাতে অভিযুক্ত ২ যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অপহৃতের পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার আনুমানিক বেলা ১১ টা নাগাদ বাড়ি থেকে কলমবাগান পেট্রোল পাম্পে তেল ভরতে এসেছিল সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্যাটাঙ্গির বাসিন্দা আলি হোসেন মণ্ডল। সেখানে আলি হোসেনের পূর্বপরিচিত চার ব্যক্তি তার কাছে টাকা পাবে এ কথা বলে গাড়িতে উঠতে বলে। আলি হোসেন তাদেরকে তার বাড়ি যেতে বললে প্রথমে তাদের বাড়ির দিকে গাড়ি নিয়ে গেলেও পরবর্তীতে তাকে নিয়ে খড়গপুর চলে যায় ওই চার ব্যক্তি। আলি হোসেনের পরিবারের অভিযোগ তাদেরকে ফোন করে টাকার দাবি করে তারা এবং যদিও টাকা না দেওয়া হয় এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয় তাহলে আলি হোসেনকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলেও হুমকি দেয় তারা। পরবর্তীতে আলি হোসেনের পরিবার বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হলে বুধবার ভোররাতে মহম্মদ সেলিম এবং শাহনওয়াজকে হাওড়ার ডোমজুড় থেকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের বুধবার পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশ। যাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। বনগাঁ মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী সমীর দাস বলেন, অভিযুক্ত মহম্মদ সেলিম এবং শাহনওয়াজকে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে।

শিশু, নারী পাচার এবং যৌন হয়রানি রুখতে অনুষ্ঠিত বিশেষ সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শিশু ও নারী পাচার এবং যৌন হয়রানি রুখতে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতা শিবির। মূলত 'বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম' তৈরি করার লক্ষ্যে শিশু সুরক্ষা আরও কড়া করতে চায় ব্লক প্রশাসন। সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত হওয়া বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকায় এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে সাপ্তাহিক বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে আলোচনা সভায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় এই সচেতনতা শিবির। যেখানে উপস্থিত ছিলেন, ডেপুটি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (ডিআরডিসি সেল) অমর্ত্য দেবনাথ, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, কুমারগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন। এছাড়াও এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কুমারগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, কুমারগঞ্জ গ্রামীন হাসপাতালের প্রতিনিধি, ব্লকের বিভিন্ন হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইমাম, কাজী, পুরোহিত, ফাদার, স্বনির্ভর দলের মহিলা ও কন্যাশ্রী ক্লাবের ছাত্রীরা।

জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালের মধ্যেই কুমারগঞ্জ ব্লককে বাল্যবিবাহ মুক্ত মডেল ব্লক করা হবে। এমনই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে ব্লক প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, শিশু শ্রম প্রথা বন্ধ, যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ব্লকের ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১১৮ টি গ্রাম সংসদ এলাকার সকল স্তরের মানুষদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই কাজে প্রশাসনের পক্ষে সমস্ত রকম উদ্যোগ নেবেন কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়।

এ বিষয়ে মিজানুর রহমান জানান, 'প্রতিটি গ্রামে গড়ে তোলা হবে সেল্ফ ডিফেন্স গ্রুপ এই গ্রুপের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করা, খেলাধুলা শেখানো, ড্রয়িং কম্পিটিশন, ব্যায়াম, সাঁতার শেখা, যেকোনো প্রতিযোগিতার জন্য পারদর্শী করে গড়ে তোলা হবে। এই কাজে প্রশাসনের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করবে শক্তি বাহিনী ও মধ্যরামকৃষ্ণপুর গ্রামীন উন্নয়ন সমিতি।'

ভোজুডির নির্মীয়মাণ কোল ওয়াসারিতে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নির্মীয়মাণ ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে বুধবার রাত্রে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়াল। ওয়াসারির মধ্যে কর্মরত শ্রমিকরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ওয়াসারির উচ্চ পদস্থ কর্তারা ছুটে আসেন। ভয়াবহ আগুন নেভানোর জন্য একাধিক দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুর করে। তবে এই মুহূর্তে ওয়াসারির ভিতরে আটকে থাকা শ্রমিকরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে বলে শ্রমিকেরা জানান। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে তা পরিষ্কার করে জানা যায়নি। তবে শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান করছেন ওয়াসারির কর্তারা।

কুম্ভস্নান করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পুণ্যার্থীদের বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কুম্ভস্নান করে ফেরার পথে গলসির বড়মুড়িয়ায় পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল পুণ্যার্থীদের বাস। ঘটনায় মহিলা পুরুষ মিলিয়ে আহত হয় ২৭ জন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত হয় আট জন। ঘটনাস্থলে গলসি থানার পুলিশ পৌঁছে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থেকে একদল পুণ্যার্থী কুম্ভস্নান করার উদ্দেশ্যে বের হয়। প্রথমে তারা গয়া যায় তারপর বেনারস ঘোরার পর কুম্ভ স্নানের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

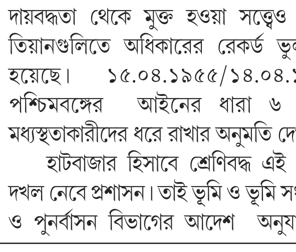

এরপর কুম্ভস্নান করার পর বুধবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থানার অন্তর্গত বড়মুড়িয়া এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে ডাম্পারের পেছনে ধাক্কা মেরে ট্রাভেলার বাসটি পালটি খায়। এর ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ও পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে বর্ধমান হাসপাতালে পাঠায়।

একাধিক দোকান ভেঙে লুঠপাট, দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাতের অন্ধকারে একের পর এক দোকানে হানা দিয়ে ভাঙচুর চালিয়ে লুঠপাট করে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার খুনডাঙা মোড়ে। বুধবার সকালে দোকান খুলতে এসে বিষয়টি নজরে পড়ে স্থানীয়দের। এরপরই এই দুষ্কৃতীরাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবিতে কোতুলপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

স্থানীয় ভাবে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতোই মঙ্গলবার রাতে কোতুলপুর থানার খুনডাঙা মোড়ে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান ব্যবসায়ীরা। বুধবার সকালে তাঁরা দোকান খুলতে এসে দেখেন একের পর এক মোট চারটি দোকানে কার্যত তাণ্ডব চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা শুধু দোকানগুলি ভাঙচুর করেছে তাই নয় দোকানে রাখা বিভিন্ন সামগ্রীও লুঠ করে তারা চম্পট দিয়েছে। চারটি দোকানের পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি বাড়িও ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। এদিন সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তির দাবিতে সরব হন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ জানানো হয় কোতুলপুর থানাতেও।

শিবরাত্রিতে খান্দরার প্রাচীন নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরে ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: শিবরাত্রি উপলক্ষে বুধবার অণ্ডালের খান্দরা নীলকণ্ঠ শিবমন্দির চত্বরে সকাল থেকেই হাজারও ভক্তের ভিড়।

অণ্ডালের খান্দরা বিশ্বেশ্বরী নীলকণ্ঠ শিবমন্দির, কথিত আছে প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন এই মন্দির। মাটি ফুঁড়ে বের হয় শিবলিঙ্গ। এমনটাই স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। আর তারপর থেকেই রীতি মেনে জাঁকজমকের সঙ্গে চলে আসছে বাবা মহাদেবের নিত্যপূজা। নিত্যপূজার সঙ্গে শিবরাত্রির দিন এই মন্দির চত্বরে নামে ভক্তের ঢল। শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দির চত্বরে

তিন দিন ধরে চলে মেলা ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শিবরাত্রি উপলক্ষে ইতিমধ্যেই অন্ডালের খান্দরা বিশ্বেশ্বরী নীলকণ্ঠ তলায় বসেছে মেলার দোকানদারেরা। মন্দিরের সেবাইত শ্রীকান্ত মণ্ডল জানান, বিধি মেনেই হবে পুজোর অনুষ্ঠান। তিনি বলেন ,এবার যে প্রচুর সংখ্যক ভক্তের ভিড় হবে একথা বলাই বাহুল্য। শ্রীকান্তবাবু বলেন, বাংলার ১৩২২ সনের ৬ই মাঘ খান্দরা গ্রামের কিছু ভক্তিপ্রবণ মানুষের চেষ্টায় প্রথমে বাবার মন্দিরের সূচনা হয়। বর্তমানে বহু মানুষের আর্থিক সহায়তায় ভব্য মন্দির তৈরি হয়েছে।

ভক্তির সঙ্গে মনের ইচ্ছা পূরণের আশায় বাবা ভোলানাথের মাথায় জল ঢেলে বাবাকে সন্তুষ্ট করতে আসা শিল্পা চ্যাটার্জি নামে এক মহিলা জানান, এই মন্দিরে তিনি বহু বছর ধরে শিবরাত্রির দিন পুজো করে আসছেন। এখানে বাবা ভোলানাথ মানুষের মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। আর তাই তো এই মানুষের ভিড় সকাল থেকেই। শিল্পা দেবী আরও বলেন, শিব রাত্রি উপলক্ষে ক দিন ধরে মেলার আয়োজন হয়, আর তাতেই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয় মন্দির চত্তর ও আসে পাশের এলাকা।

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন [কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর - ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা - গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড - ১২২০৫০ যে ইনজেনিয়া টেক প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ I অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
● বৈদ্যুতিন -হোম অটোমেশন, বৈদ্যুতিক পণ, এবং বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন পণ্য লেনদেন।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি ১ম তল, পি-৪৫৩, কেয়াতলা রোড সিআইটি স্কিম-৪৭, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৯ অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

ইনজেনিয়া টেক'এর পক্ষে
স্বা/-
রোহিত কুমার আগরওয়াল
অংশীদার
অভিনব জাজোদিয়া
অংশীদার

তারিখ- ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
স্থান - কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস: চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী- পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১০৩, ফোন নং-(০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in
শাখা: বেগমপুর

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ ও ৯ রুলের অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ১২.১১.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতাগণ **শ্রী সুকুমার ঘৌ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা- প্রয়াত শক্তিপদ ঘৌ, গ্রাম- মুচিপাড়া বেগমপুর, পোস্ট- বেগমপুর, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলি, পঃবঃ- ৭১২৩০৬ এবং পাপিয়া ঘৌ (জামিনদার) স্বামী- সুকুমার ঘৌ, গ্রাম- মুচিপাড়া বেগমপুর, পোস্ট- বেগমপুর, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলি, পঃবঃ- ৭১২৩০৬** আমাদের বেগমপুর শাখার সাথে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮১৫২০১/-টাকা (আট লক্ষ পনের হাজার দুইশো এক টাকা মাত্র) ১২.১১.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে ১৩.১১.২০২৪ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ , চার্জ এবং খরচ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮ ও ৯ এর অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **৮,৩১,০৭০/-টাকা (আট লক্ষ একত্রিশ হাজার সত্তর টাকা মাত্র)** ২৪.০২.২০২৫ অনুযায়ী সেইসঙ্গে **২৫.০২.২০২৫** থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের এর ধার্য সাপেক্ষ হবে। আমরা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- মৌজা- বেগমপুর, গ্রাম- মুচিপাড়া বেগমপুর, জেএল নং - ৭৩, এলআর খতিয়ান ৫৫৪৭, এলআর দাগ নং- ২৩৩ এবং ২৩৬, জেলা- হুগলি বেগমপুর জিপি এডিএসআর জনাইয়ের অধীনে, সম্পত্তির পরিমাপ ৬.২৫ ডেসিমেলবা ৩.৭৮৪ কাঠা (শ্রেণী- ভিটি) ১০২১.৫০ বর্গফুট (প্ল্যান অনুসারে)। **সীমানা: উত্তর:** সুবোধ ভড় এবং গোপাল নন্দীর সম্পত্তি; **দক্ষিণ:** সুকুমার নাথ এবং বৈদ্যনাথ দত্তের সম্পত্তি; **পূর্ব:** ৮ ফুট প্রশস্ত কংক্রিট পঞ্চায়েত রোড; **পশ্চিম:** বিশ্বনাথ রুইদাসের সম্পত্তি।

স্থান: বেগমপুর, তারিখ: ২৪.০২.২০২৫ — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এসবিআই বহরমপুর শাখা কোড:-০০০৩৪
১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পি.ও-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১। ই-মেল: sbi.00034@sbi.co.in
গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি ০৩.০৩.২০২৫ **(সোমবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, বহরমপুর শাখা, ১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১ -তে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৪৩০০, ৮০০১১৯৪৩০১।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য
১.	**মডেল এবং তৈরি:** হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, **120 ASTA (0) 1.2 KAPPA MT**, রেজিঃ নং.: WB58CC2020, **রেজিঃ তারিখ:** ১৯.০৫.২০২৪, **ইঞ্জিন নং** G4LFRV373691, **চেসিস নং:** MALBK512LRM292645, **মালিকের নাম: জনাব মুরসালিম সেখ**	২৮.০২.২০২৫ (শুক্রবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২৪	১০০০.০০ টাকা	৮,৪৫,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
(ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **''এসবিআই, বহরমপুর শাখা'' -র অনুকূলে ০১.০৩.২০২৫** তারিখে বিকেল ৩:০০টা পর্যন্ত নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তৎসহ ''বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম'' জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র'' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ ''বিড''-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
(খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
(গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
(ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
(ঙ) কোনও কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
(চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **''এসবিআই, বহরমপুর শাখা''** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ২৭.০২.২০২৫, স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank
সার্কেল সস্ত্র সেন্টার
সার্কেল অফিস: কলকাতা সাউথ ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল) ১১, হেমন্ত বসু সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেইল: cs8267@pnb.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক/গণ হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) সরসুনা কলেজ (১৪৯২২০) শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতাগণ: শ্রী চিরঞ্জিত মাইতি এবং অমৃতা পাল মাইতি**	প্রথম ফ্লোরে, উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ অভিমুখে, কমবেশি ৪৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল যার মধ্যে রয়েছে ১ (এক) শয়নকক্ষ, ১ (এক) রান্নাঘর, ১ (এক) টয়লেট, সেইসঙ্গে ভবনের নীচের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং ভবনের চারপাশে খোলা জায়গা, প্রবেশ এবং প্রবেশের পথ, সিঁড়ি, অবতরণ, লবি, ভবনের ছাদ, সীমানা প্রাচীরের মতো সাধারণ সুবিধাগুলি সহ , যা কমবেশি ২ (দুই) কাঠা জমিয়ে এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর তথায় থাকা একটি সোজা তিন তলা ভবন সহ। মৌজা পশ্চিম বড়িষা, পরগনা - খাসপুর, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ৪৩. তৌজি নং ২৩৫, সি.এস. খতিয়ান নং ২১৭৩ এর অধীনে, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২০৪, দাগ নং ১০৬১ এবং ১০৬৩ এর মধ্যে অবস্থিত, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (দক্ষিণ শহরতলী ইউনিট) এর সীমানার মধ্যে, প্রেমিসেস নং ৭৬৩, খান মোহাম্মদ রোড, থানা- ঠাকুরপুকুর এখন সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, ১২৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস.আর. অফিস বেহালা, এস.আর. অফিস - আলিপুর, **যা নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত:-** উত্তরে- ধনু রজকের জমি, দক্ষিণে- ১২ ফুট সাধারণ পথ, পূর্বে- ১০ ফুট সাধারণ পথ, পশ্চিমে- হেমন্ত মণ্ডল এবং দীপক সরকারের জমি দ্বারা।	**ক) ১৩.১১.২০২৪** **খ) ২৫.০২.২০২৫** **গ) ১২,৮৮,৮১৬.৮৩ টাকা** (বারো লক্ষ অষ্টআশি হাজার আটশো ষোল টাকা তিরাশি পয়সা মাত্র) **৩০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী আরও সুদ সহ।
২.	**ক) আলিপুর (০০৭০২০) শাখা** **খ) শ্রীমতী সোনালী হালদার সহ-ঋণগ্রহীতা এবং প্রয়াত দেবপ্রসাদ হালদার (ঋণগ্রহীতা) -এর আইনি উত্তরাধিকারী**	'গীতাঞ্জলি' নামক দোতলা ভবনের উত্তর-পশ্চিম দিকে কম বেশি প্রায় ৬২৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সমন্বিত ফ্ল্যাট নং-১ এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি ডাইনিং রুম, একটি বাথরুম এবং বারান্দা রয়েছে। উক্ত ভবনটি প্রায় কমবেশি ৪ কাঠা ৮ ছটাক ৩৯ বর্গফুট বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর আছে এবং অবস্থিত। মৌজা পূর্ব বড়িষা, আর.এস. দাগ নং ৩৬১২, আর.এস. খতিয়ান নং ৫৮১, জে.এল. নং ২৩, আর.এস. নং ৪৩ এর অধীনে, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, পরগনা- খাসপুর, থানা- ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, এডিএসআর অফিস- বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১২৪, প্রেমিসেস নং ৯৫০, এম. জি. রোড, কলকাতা ৭০০ ০৬৩। **সম্পত্তিটি এইভাবে পরিবেষ্টিত এবং সীমানাবদ্ধ :-** উত্তরে- ৮ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড দ্বারা; দক্ষিণে দাগ নং ৩৬১২ এর জমি; পূর্বে- শ্রী কৃষ্ণকান্ত রায়ের জমি; পশ্চিমে- শ্রী ঝন্টু জানার জমি দ্বারা। সম্পত্তিটি ২০১৭ সালে দলিল নং ১৬০২১১১২৬ অনুসারে **দেবপ্রসাদ হালদারের মালিকানাধীন।**	**ক) ১১.১২.২০২৪** **খ) ২৫.০২.২০২৫** **গ) ১০,০৭,১৪১.৪৩ টাকা** (দশ লক্ষ সাত হাজার একশো একচল্লিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা মাত্র) সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আরও সুদ সহ।

তারিখ: ২৫.০২.২০২৫ / স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার/ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

কম্পালসারি ছুটির মেয়াদ শেষে বিএমওএইচকে চোর দাবি, পোস্টার

কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে থাকা একের পর এক প্রাচীন গাছ চুরির তদন্তে নেমে বিএমওএইচ দেবাঞ্জন ঘোষকে সাত দিনের কম্পালসারি ছুটিতে পাঠিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই ছুটির মেয়াদ শেষ হতেই এবার বিএমওএইচের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। ছাপানো পোস্টারে বিএমওএইচকে চোর বলে দাবী করা হয়েছে। পোস্টার কে বা কারা দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি তবে এই পোস্টার নিয়ে এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক জলঘোলা।

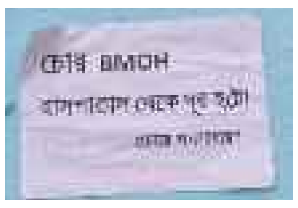

বাঁকুড়ার কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে থাকা একের পর এক প্রাচীন গাছ গায়েব হয়ে যায়। অভিযোগ পেতেই তদন্তে নামে বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা। তদন্তে নেমে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কোতুলপুরের বিএমওএইচ দেবয়াঞ্জন ঘোষকে সাত দিনের কম্পালসারি ছুটিতে পাঠায় স্বাস্থ্য দপ্তর। ছুটি শেষে আজই ফের কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে যোগ দেওয়ার কথা দেবাঞ্জন ঘোষের। কিন্তু তার আগেই মঙ্গলবার রাতে কেউ বা কারা কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার সেঁটে দেয়। ছাপানো পোস্টারে বিএমওএইচকে চোর হিসাবে দাবি করে তাঁর বিরুদ্ধে দূর হঠো শ্লোগান লেখা রয়েছে। পোস্টারের নীচের অংশে লেখা রয়েছে প্রচারে জনসাধারণ। কে বা কারা এই পোস্টার সাঁটিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি স্থানীয়রা। তবে তাঁদের ধারণা গাছ চুরির ঘটনায় বিএমওএইচের নাম জড়িয়ে যাওয়ার কারণেই এমন পোস্টারিং করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু নাবালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: মামার বাড়ি বেড়াতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৮ বছরের এক নাবালকের। ঘটনাটি ঘটেছে জামালপুর এর রঙ্কিনী মহুলা এলাকায়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। মৃত নাবালকের নাম তৃষান রায় (৮)। বাড়ি দাদপুর থানার আমরা এলাকায়। জামালপুরের ভৈরবপুর এলাকায় মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। জামালপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জামালপুর থানায় নিয়ে যায় ও পরে দেহ ময়নাতদনন্তের জন্য পাঠায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, শিবরাত্রি উপলক্ষে ইঞ্জিন ভ্যানে চেপে আসার সময় রঙ্কিনী মহুলা এলাকায় হঠাৎ করে ইঞ্জিন ভ্যানটি উলটে যায়, ওই ঘটনায় ইঞ্জিন ভ্যানের নিচে চাপা পড়ে যায় ওই ৮ বছরের শিশুটি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে নাবালককে মৃত বলে ঘোষণা করে।

শিবরাত্রিতে পুজোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত দশমের ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি থানার অন্তর্গত পছন্দপুর গ্রামে বুধবার দুপুরে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে গ্রামের শিবমন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। আহত ওই ছাত্রীটির নাম শতাব্দী চক্রবর্তী।

জানা যায়, বুধবার মহা শিবরাত্রির দিন ওই ছাত্রীটি শিবমন্দিরে যখন পুজো দিচ্ছিল সেই সময় মন্দিরের ধূপের আগুন তার শরীরের কাপড়ে লেগে গেলে সে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাসিন্দারা ও তার পরিবারের আত্মীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় মুরাড্ডি বিপিএইচসি তে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে তার অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সেখান থেকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। বর্তমান তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। মর্মান্তিক ঘটনায় গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২০.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **২২,০১,১২৮.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ এক হাজার একশত আঠাশ টাকা মাত্র) **০৮.০৯.২০২১** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী জয়দীপ রায়,** ৩২৬, এম. জি. রোড, ২য় তল, পবিত্র মেগা মল, টলি টুইন, দোকান নং বি-২০ এবং বি-২৩, কলকাতা- ৭০০ ১০৪, **এখানেও:** এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারী দক্ষিণ পাড়া, কবরডাঙা মোড়, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০১০৪। -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী জয়দীপ রায়** ৩২৬, এম. জি. রোড, ২য় তল, পবিত্র মেগা মল, টলি টুইন, দোকান নং বি-২০ এবং বি-২৩, কলকাতা- ৭০০ ১০৪। এখানেও: এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারী দক্ষিণ পাড়া, কবরডাঙা মোড়, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০১০৪। **২. শ্রী জয়দীপ রায় (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী স্বদেশ রঞ্জন রায় এন৭৫, পূর্ব পুটিয়ারী দক্ষিণ পাড়া, কবরডাঙা মোড়, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা - ৭০০১০৪। **খ) খিদিরপুর শাখা**	'পবিত্র মেগা মল - টলি টুইন', নামে কমপ্লেক্সের ২য় তলায় অবস্থিত দোকান নং বি-২০ এবং বি-২৩-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রিমিসেস নং ৩২৬, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ এবং ১৬৭, দাগ নং ২৪/২০১ এবং ২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড, কবরডাঙ্গা মোড়, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা -৭০০১০৪। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- কমন প্যাসেজ, পূর্ব- কমন প্যাসেজ, পশ্চিম- দোকান নং বি -১৯ ও ২৪ দ্বারা।	**২২,০১,১২৮.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ এক হাজার একশত আঠাশ টাকা মাত্র) **০৮.০৯.২০২১** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ	**ক) ১২,৭০,০০০.০০ টাকা (*)** (বারো লক্ষ সত্তর হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,২৭,১০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ সাতাশ হাজার একশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB6266509986A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৭.০২.২০২৫ থেকে ১৯.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২০.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,উস্তি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শো বাহাত্তর টাকা মাত্র) **১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স আর. কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- জনাব শেখ রফিক,** গ্রাম এবং পোস্ট অফিস - নজরা, থানা - উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স আর. কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- জনাব শেখ রফিক** গ্রাম এবং পোস্ট অফিস - নজরা, থানা - উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। **২. জনাব শেখ রফিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা, স্বত্বাধিকারী),** পিতা- জনাব আমিন শেখ গ্রাম এবং পোস্ট অফিস - নজরা, থানা - উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। **৩. মিসেস শেখ সাহানা (জামিনদার),** স্বামী- জনাব শেখ রফিক গ্রাম এবং পোস্ট অফিস - নজরা, থানা - উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩ ৩৭৫। **খ) উস্তি শাখা**	১৩৮০ বর্গফুট পাকা শেড আবাসিক ভবন এবং ৭৬৫ বর্গফুট অ্যাসবেস্টস শেড সহ কমবেশি ৬৫ $^1/_2$ শতক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার দাগ নং ৩০৫০, খতিয়ান নং ৬০৪, মৌজা - নজরা, জে.এল. নং ৯৭, তৌজি নং ১৫৫, পরগনা - মুরাগাছা, গ্রাম - নজরা-এর সাথে সম্পর্কিত, উস্তি গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা - উস্তি, ডিআরও আলিপুর, এসআরও - উস্তি, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এর অধীনে, **রফিক সেখ,** পিতা আমিন সেখ **-এর নামে** ২৮.০১.২০০০ তারিখে এস.আর. উস্তিতে, বই নং ১, খণ্ডে নং ৫, পৃষ্ঠা ৯১ থেকে ৯৪ এ লিপিবদ্ধ ২০০০ সালের বিয়িং নং ২০৩। **সীমানা:** উত্তরে- মীর সালেমের সম্পত্তি, দক্ষিণে- শেখ রফিক (পুকুর) এর সম্পত্তি, পূর্বে- আব্দুল ফাহেরের সম্পত্তি, পশ্চিমে- মোরসালিমের সম্পত্তি।	**১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শো বাহাত্তর টাকা মাত্র) **১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) ২০,৫৩,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,০৫,৩০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB7007184536** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৭.০২.২০২৫ থেকে ১৯.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫, স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২৯.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৩,৩০,৮১৪.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশো চৌদ্দ টাকা মাত্র) **৯.০৭.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স গীতা শাল অ্যান্ড লন্ড্রি (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী অজয় কুমার দাস,** গ্রাম- পূজালি, রঘুনাথপুর, পোস্ট - পুজালি জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স গীতা শাল অ্যান্ড লন্ড্রি (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী অজয় কুমার দাস** গ্রাম- পূজালি, রঘুনাথপুর, পোস্ট - পুজালি জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮। **২. শ্রী অজয় কুমার দাস (ঋণ গ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী নীরাপদ দাস, গ্রাম- পূজালি, রঘুনাথপুর, পোস্ট - পুজালি জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১৩৮। **৩. শ্রীমতী ছায়া দাস (ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার / বন্ধকদাতা),** স্বামী- শ্রী অজয় কুমার দাস, গ্রাম- পূজালি, রঘুনাথপুর, পোস্ট- পূজালী জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০ ১৩৮। **খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা**	প্রায় ২.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত আবাসিক ভবন সহ জমি এবং আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- রঘুনাথপুর, তৌজি নম্বর ৩৫৮, জে.এল. নং ৪০, খতিয়ান ২৪৭ (সাবেক), এলআর খতিয়ান নং ৬৯৩, দাগ নং ৮৩ (সাবেক), এলআর দাগ নং ১১৫, পূজালী পৌরসভার অধীনে, কলকাতা - ৭০০ ১৩৮, ওয়ার্ড নং ৪ এ অবস্থিত। ১৯৯৪ সালের দলিল নং ১১৯৩, যা জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনার এডিএসআরও বজবজ এর অধীনে নিবন্ধিত, বই নং ১, খণ্ড নং ১৯, পৃষ্ঠা ১১৩ থেকে ১১৮, **শ্রী অজয় কৃষ্ণ দাস এবং শ্রীমতী ছায়া দাসের নামে। সীমানা:** উত্তর- পূজালী পৌরসভার আওতাধীন রাস্তা এবং পাঁচু মান্নার সম্পত্তি, দক্ষিণে- ছায়া দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- মদন মণ্ডলের বাড়ি সম্পত্তি, পশ্চিম- ৪'-০ পৌর সড়ক দ্বারা।	**৩,৩০,৮১৪.০০ টাকা** (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশো চৌদ্দ টাকা মাত্র) **৯.০৭.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ	**ক) ৬,০৬,০০০.০০ টাকা (*)** (ছয় লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৬০,৬০০.০০ টাকা** (ষাট হাজার ছয়শো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (মাত্র দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50123202019A** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৭.০২.২০২৫ থেকে ২৮.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২৯.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫, স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২০.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সোনারপুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৯,৮০,৬৭৪.০০ টাকা** (নয় লক্ষ আশি হাজার ছয়শো চুরাশি টাকা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি আরো সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রীমতী সোনালী মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার),** স্বামী- প্রসেনজিৎ মজুমদার ২২/এফ, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, কাঁকুড়গাছি, রামকৃষ্ণ মঠ যোগাদ্যান মঠের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, **বর্তমান ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, থানা- ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. শ্রীমতী সোনালী মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার),** স্বামী- প্রসেনজিৎ মজুমদার ২২/এফ, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, কাঁকুড়গাছি, রামকৃষ্ণ মঠ যোগাদ্যান মঠের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪। **বর্তমান ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, থানা- ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪। **২. শ্রী প্রসেনজিৎ মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা-বাবুলাল মজুমদার ১৭/২/এফ, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, কাঁকুড়গাছি, রামকৃষ্ণ মঠ যোগাদ্যান মঠের কাছে, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪। **বর্তমান ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ১৬, ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪। **খ) সোনারপুর শাখা**	তৃতীয় ফ্লোরে (উত্তর পশ্চিম দিকে) প্রায় ৪৮০ বর্গফুট পরিমাপের ২৫% সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১৬-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মধ্যে রয়েছে দুটি শয়নকক্ষ, একটি বাথরুম এবং প্রিভি রয়েছে, সেইসঙ্গে ৪কাঠা জমির উপর নির্মিত অবিভক্ত আনুপাতিক জমির শেয়ার, যার উপর আর.টি.এস. কাঠামো রয়েছে, যার সাথে সাধারণ এলাকার সুবিধার অধিকার এবং বিনামূল্যে প্রবেশ এবং নির্গমনের জন্য এর সাথে সংযুক্ত পথ, প্রেমিসেস নং ২৩/ডি, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, থানা - ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ৩১ নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত, ২০১৯ সালের ৩০.০৮.২০১৯ তারিখের নিবন্ধিত ডিড অফ কনভেয়েন্স নং ১৬০৬০৩৪৫৬ নম্বর এবং বই নং ১, খণ্ড নং ১৬০৬-২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৮৬৩০ থেকে ১২৮৬৬৭ পর্যন্ত এ.ডি.এস.আর. শিয়ালদহের অফিসে নিবন্ধিত, **সম্পত্তিটি শ্রীমতি সোনালী মজুমদার এবং শ্রী প্রসেনজিৎ মজুমদারের নামেআছে। চৌহদ্দি:-** উত্তর- ১২ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ - ২২জি, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, পূর্ব- ২৩সি, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, পশ্চিম- ২২সি/৫, শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন।	**৯,৮০,৬৭৪.০০ টাকা** (নয় লক্ষ আশি হাজার ছয়শো চুরাশি টাকা মাত্র) **৩১.০১.২০২৩** অনুযায়ী তদুপরি আরো সুদ, চার্জ এবং খরচ	**ক) ১২,০৫,০০০.০০ টাকা (*)** (বারো লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,২০,৫০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ কুড়ি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50485605717** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৭.০২.২০২৫ থেকে ১৯.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২০.০৩.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রানিকুঠি এবং গোলপার্ক শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স দেব'স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব, ঠিকানা:** পি-৪৩, রায়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা-৭০০০৮৪ **এছাড়াও এখানে-** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স দেব'স (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব** **ইউনিটের ঠিকানা-** পি-৪৩, রায়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা-৭০০০৮৪। **এছাড়াও এখানে-** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ **২. শ্রীমতী বুলবুল দেব (স্বত্বাধিকারী/জামিনদার/ বন্ধকদাতা), মিস দেব'স -এর স্বত্বাধিকারী** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও এখানে-** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএস-১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। **৩. শ্রী অমিতাভ দেব (জামিনদার)** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **এছাড়াও এখানে-** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং আরএস-১০, রঘুনাথপুর, থানা - বাগুইহাটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯। **৪. মেসার্স লক্ষ্মী স্পাইসেস (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী বুলবুল দেব** বি/২৪/১, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭। **খ) রানিকুঠি এবং এবং গোলপার্ক শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি এবং দুই বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস,এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ, লিফট এবং সকলের ব্যবহারের স্থানের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ৪র্থতলে, লট সি, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, আরতি ভিলা, নির্মিত জমির পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস দাগ নং ২২ (অংশ), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস-১৭/১৮, ওয়ার্ড নং ১৭, বিধাননগর পৌর নিগমের অধীন (পূর্বতন রাজারহাট- গোপালপুর পুরসভা), থানা: বাগুইআটি, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল বিভাজিত তারিখ ০৩.০৪.২০১৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর রাজারহাট এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৬২১, দলিল নং ১৫২৩০২৬৩৫-২০১৭ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরস্বতী সরকারের জমি; দক্ষিণে : ১৬'-৬" চওড়া পুর সড়ক; পূর্বে : ৬'-০" চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পশ্চিমে: অন্যান্যর জমি।	**৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা** (ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত ছিয়াশি টাকা মাত্র) **১৬.০৩.২০২৪** অনুযায়ী সহ তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ	**ক) ২০,২৬,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,০২,৬০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ দুই হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50406049794** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২৭.০২.২০২৫ থেকে ১৯.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৩.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৫/০২/২০২৫, স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

কাবুলের রাস্তায় খেলে বেড়ে উঠেছেন, আফগান ক্রিকেটের নতুন নায়ক সচিন-মন্ত্রে দীক্ষিত জাদরান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে আফগানিস্তান। এশিয়া থেকে নতুন শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে তারা। লড়াকু মনোভাব, হার-না-মানা লড়াই এবং ক্রিকেটবিশ্বের 'দৈত্য' দেশগুলিকে হারিয়েছে তারা। সেই সঙ্গে জন্ম দিয়েছে একের পর এক প্রতিভাবান ক্রিকেটারের। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ইব্রাহিম জাদরান। ইংল্যান্ডের তারকা বোলারদের পিটিয়ে যিনি বুধবার ১৭৭ রান করেছেন। তবে জাদরানকে 'নতুন' বললে ভুল হবে। তার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে গত দু'বছর ধরেই। ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপে একাধিক স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে তাঁর।

এখনও পর্যন্ত কোনও আন্তর্জাতিক ট্রফি জেতেনি আফগানিস্তান। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে যে ভাবে একের পর এক ক্রিকেটার উঠে এসেছেন কোনও পরিকাঠামো ছাড়াই, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। জাদরান নিজেই ছোটবেলায় কাবুলের রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছেন। তার পর নির্বাচকদের নজরে পড়ে যাওয়া, বয়সভিত্তিক দল থেকে শুরু করে জাতীয় দলে খেলা, সুযোগ পেয়ে একের পর এক স্মরণীয় ইনিংস; ২৩ বছর বয়স হলেও কম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেননি তিনি। আফগানিস্তান দলেও বড় ক্রিকেটারের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারকাদের ভিড়েও নিজের জন্য আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন জাদরান।

আফগানিস্তানের খোস্তে জন্ম জাদরানের। বরাবরই এই এলাকা অশান্ত থাকে। গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক লড়াই, জঙ্গি হামলা এই এলাকায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো থাকার কথাই নয়। ভাল মানের জীবনযাপনের আশায় জাদরানের ছোটবেলাতেই তাঁর পরিবার চলে গিয়েছিল কাবুলে। সেখানেই রাস্তায় রাস্তায় স্থানীয় বাচ্চাদের সঙ্গে খেলে বড় হয়েছেন জাদরান।

প্রতিভা কোনও দিনই চাপা থাকে না। জাদরানের ক্ষেত্রেও তা হয়নি। স্থানীয় প্রতিযোগিতা থেকেই নজর কাড়তে শুরু করেছিলেন তিনি। ব্যাটিংয়ে তাঁর প্রতিভা দেখে স্থানীয় কোচ এবং নির্বাচকেরাই তাঁকে পরামর্শ দেন ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার জন্য। বাড়ি থেকেও একটু আপত্তি থাকলেও খুব বেশি বাধা আসেনি। জাদরান মনের সুখেই ক্রিকেট খেলতে থাকেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা থেকে উত্থানের শুরু। ২০১৭ সালে লিস্ট এ ক্রিকেটে অভিষেক হয় জাদরানের। তার পর থেকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সে বছরই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পান। দু'বছর পরেই দেশের জার্সিতে খেলার সুযোগ চলে আসে। টেস্টে অভিষেক হয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

তার পর থেকেই তিনি সব ফরম্যাটে আফগানিস্তান দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

২০২০ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলেছিলেন জাদরান। ২৪০ রান করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন। ২০২২-এর জুনে এক দিনের ক্রিকেটে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম শতরান করেন। দ্বিতীয় শতরান করেন শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাদেরই দেশে। সেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজেই তৃতীয় এক দিনের শতরান আসে তাঁর। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৬২ রান করে গোটা বিশ্বের নজর কেড়ে নেন। সেটাই এত দিন এক দিনের ক্রিকেটে কোনও আফগান ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ছিল। বুধবার জাদরান নিজের নজির নিজেই ভেঙেছেন। ২০২২-এ তিনি আইসিসির বিচারে সেরা উঠতি প্রতিভা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

জাদরানের জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্ত নিঃসন্দেহে ২০২৩-এর এক দিনের বিশ্বকাপ। সে বার আফগানিস্তান শেষ করেছিল ছয়ে। আর একটি ম্যাচ জিতলেই হয়তো সেমিফাইনালে উঠে যেত। আফগানিস্তানের সেই স্মরণীয় যাত্রার অন্যতম কান্ডারি ছিলেন জাদরান। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁর ম্যাচ জেতানো ৮৭ রান এখনও সমর্থকদের মুখে মুখে ঘোরে।

সেই ইনিংসের পর ম্যাচের সেরার পুরস্কার উৎসর্গ করেছিলেন সেই আফগান মানুষদের, যাদের জোর করে নিজের দেশে ফেরত পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। জাদরানের সেই ব্যবহার বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছিল।

আফগানিস্তানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে দলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর। আলাদা করে জাদরানের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে কিছু পরামর্শ দেন। তার পরেই সেই ম্যাচে শতরান করেন জাদরান। ১৪৩ বলে ১২৯ রান করেছিলেন। এক পায়ে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের অবিশ্বাস্য ২০১ রানে ভর করে কোনওমতে সেই ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া জিতলেও, জাদরানের ইনিংস পুরোপুরি ঢাকা পড়ে যায়নি।

সেই ম্যাচের পর জাদরান বলেছিলেন, ‘সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলাম। নিজের ক্রিকেটজীবনের কথা শুনিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে দলের সবাইকে বলেছিলাম, আজ সচিনের মতো ব্যাট করব। সেটাই করেছি।’ জাদরানের কথা শুনে খোদ সচিনই মুগ্ধ হয়ে গিয়ে তাঁকে আলাদা করে বার্তা দিয়েছিলেন।

ডানহাতি ব্যাটার জাদরান পরিচিত আগ্রাসী ক্রিকেটের জন্য। সামনের পায়ে খেলার ক্ষমতা এবং শটের বৈচিত্রের কারণে আধুনিক সময়ের অনেক ক্রিকেটারকেই টেক্কা দিতে পারেন। তাঁর দর্শনীয় কভার ড্রাইভ, পুল বাকি বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের থেকে কোনও অংশে কম নয়। পাশাপাশি, যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে অনায়াসে মানিয়ে নিতে পারেন তিনি। কোনও প্রতিপক্ষকেই ভয় পান না। সে কারণেই মাত্র ২৩ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান রয়েছে তাঁর।

বুধবার ইংরেজ ক্রিকেটারেরা বিশ্বাসও করতে পারেননি এই আফগান ওপেনার এতটা বিধ্বংসী খেলবেন। আফগানিস্তান ৩৭ রানে তিন উইকেট হারানোর পর গ্যালারিতে থাকা ইংরেজ সমর্থকেরা হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন। সেখান থেকে ম্যাচের মোড় একার হাতে ঘুরিয়েছেন জাদরান। বুঝিয়েছেন, লড়াই তাঁর রক্তে। এর থেকেও কঠিন লড়াই তাঁকে মাঠের বাইরে করতে হয়েছে যে!

বন্ধুদের দলে ঢুকিয়েছিলেন! বাবরের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বজনপোষণে শেষ হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের ক্রিকেট। জাতীয় দলও এই রোগ থেকে মুক্ত নয়। তার জন্যও দায়ী বাবর আজম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে পাকিস্তানের বিদায়ের পর পাক ক্রিকেটের দুর্দশার জন্য বাবরকেই দায়ী করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার আহমেদ শাহজাদ।

বাবর বড় ব্যাটার হলেও তাঁর মন বড় নয়। এমনই অভিযোগ শাহজাদের। বাবরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, নিজের বন্ধুদের ছাড়া বাবর জাতীয় দলে নিতে চাইত না। শাহজাদ বলেছেন, “এক জন পারফর্মারকে অধিনায়ক করাই ভুল হয়েছিল। অধিনায়ক হওয়ার পর বাবর সব সময় বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত। তাদেরই দলে নিত। বাবর দক্ষতাকে গুরুত্ব দিত না। যোগ্য খেলোয়াড়দের থেকে প্রিয় বন্ধুদের বেশি গুরুত্ব দিলে ক্ষতি হবেই। এর প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটেও। যারা সত্যিই ভাল পারফর্ম করেছে, তাদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়নি।”

বাবরের বন্ধুপ্রীতি ছাড়াও শাহজাদ পাকিস্তানের ক্রিকেটের দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন সে দেশের রাজনীতিকে। প্রাক্তন

ক্রিকেটার বলেছেন, “আমাদের ক্রিকেটে প্রায় সব সময় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হয়েছে। এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে দলের এই পরিস্থিতি গত দু'বছরে হয়নি। আরও আগে থেকেই সমস্যা শুরু।”

নিউ জল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে মন্থর ব্যাটিংয়ের পরই বাবরের সমালোচনা শুরু হয়েছিল। পরে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যর্থতায় সেই সমালোচনার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এত দিন ব্যাটার বাবরের সমালোচনা শোনা যাচ্ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হল অধিনায়ক বাবরের মানসিকতা নিয়েও সমালোচনা। যদিও এখন আর বাবর পাকিস্তানের অধিনায়ক নন।

৭৩ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের স্পোর্টস সেলের দায়িত্বে রয়েছেন ক্রীড়া সংগঠক ভিকি সাউ। বুধবার শিবরাত্রিতে নিয়ম নিষ্ঠা পালন করেই পুজো দিলেন ভিকি সাউ।

ইস্টবেঙ্গল (২) - হায়দরাবাদ এফসি (০)

■ আইএসএলের ইতিহাসে এই প্রথম বার ইস্টবেঙ্গল পর পর তিনটি ম্যাচ জিতল। বুধবার যুবভারতীতে হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করল লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একক দক্ষতায় গোল করেন মেসি বৌলি। হায়দরাবাদের মনোজ মহম্মদের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লাল-হলুদ।

টেন্ডারনোটিশ

লাভপুর ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ২ টি drain, সোলার লাইট-৩ টি ও ১ টি মার্কেট কমপ্লেক্স কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, যাহার টেন্ডার নোটিশ নং-13–14/LAB-IGP/24-25, মোট টেন্ডারমুল্য ২০,০০০,০০/ টাকা, টেন্ডারের বিশদ তথ্য জানার জন্য Visit -http//wbtenders.gov.in ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান
ভপুর 'খ' নংগ্রামপঞ্চায়েত

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসআরসি-সি-পেস্ট৩, তারিখ ২৫.০২.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, এরিয়া ম্যানেজার, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিসন কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের প্রদত্ত নিম্নলিখিত বিশদগুলির মাধ্যমে দুই প্যাকেট পদ্ধতির অধীনে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য টেন্ডারদাতাগণকে নিম্নলিখিত বিশদ অনুসারে এই কাজের জন্য অনলাইনে কেবলমাত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই আবেদন করতে বলা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য সাঁতরাগাছিতে রক্ষিত রেলওয়ে কোচসমূহে অপকারী কীটপতঙ্গ ও ইঁদুর (পেস্ট ও রোডেন্ট) নিয়ন্ত্রণ এবং সাঁতরাগাছিতে ইয়ার্ড ও রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী নিয়ন্ত্রণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৩৭,০৫,১০০.৫৬ টাকা (জিএসটি সহ)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,১৮,৫০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ১৯.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা (ফেরতঅযোগ্য)। **(PR-1181)**

Abridged form of e-NIT-18/SARNG/2024-25

Circulations memo no-30(3)/Sar/2024, dated-25.02.2025 for eNIT-18/SARNG/2024-25. Applications are hereby invited from intending bidders for 4(Four) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **14.02.2025 at 1.00 PM.**
Other details may be seen from the website https://wbtenders.gov.in & office Notice Board.
(M) 9734013308
Sd/- Prodhan, Sarangpur G.P
Domkal, Murshidabad

e-Tender Notice
Executive Officer, Jangipur Municipality
Name of the work:
1. Rejuvenation of Water Body - Mirdhapara Pukur at Mirdhapara, in Ward No 10 within Jangipur Municipality under AMRUT 2.0 Project
2. Operation & Maintenance (for 5 Years) for Rejuvenation of Water Body-"Mirdhapara Pukur" at Mirdhapara, in Ward No- 10 within Jangipur Municipality under AMRUT 2.0 Project
Tender Ref No.: MAD/ULB/JM/AMRUT 2.0/NIeT35/24-25 (2nd Call)
Tender ID: 2025_MAD_818725_1 & _2
Date & Time of Publishing: 27/02/2025 up to 10 Hrs
Last Date & Time of bid submission: 17/03/2025 up to 18 Hrs.
For details please visit https://wbtenders.gov.in or Jangipur Municipality Notice Board and website www.jangipurmunicipality.org
Sd/-
Executive Officer
Jangipur Municipality

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenderS are being invited from the bidders w.r.t. Tender ID No. 2025_ZPHD_820480_1 DT-26/02/2025. Last date of tender dropping **05-03-2025 up to 06.00 P.M.** and opening date of the tenders **08-03-2025 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website www.wbtenders.gov.in or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

BONGAON MUNICIPALITY
1. Construction of Girls toilet for Ideal Saktigarh G.S.F.P. School, 2. Construction of Toilet for Hazarat perabu school.
Tender reference-WBMAD/NIeT/101/BM/2024-25/PWD
Tender ID- 2025_MAD_820522_1, 2025_MAD_820522_2,
1. Bid Submission Start date: **26.02.2025 at 17.00.** 2. Prebid meeting date: **04.03.2025 at 14.00.** 3. End date: **07.03.2025 at 14.00.** 4. Bid opening date: **10.03.2025 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

Sridharnagar Gram Panchayat
Vill + P.O Raskhalpur, P.S- Gobardhanpur Coastal, Dist. - South 24 Parganas
On behalf of Sridharnagar Gram Panchayat under Patharpratima Block of South 24 Pgs district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No.107/SGP/Untied/2025 & 108/SGP/Tied/2025, Dated: 27/02/2025** within the GP area. The last bid submission date is **10/03/2025 till 11 A.M.**
For more details visit to our GP office Notice Board or visit wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan,
Sridhanrnagar GP

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রাষ্ট্রপতি শাসনের মণিপুরে লুটের অস্ত্র ফেরানোর হিড়িক

ইম্ফল, ২৬ ফেব্রুয়ারি: রাষ্ট্রপতি শাসনের মণিপুরে এখন অস্ত্রসমর্পণ পর্ব চলছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠকের পরে পদত্যাগ করেন মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। এর পর ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে উত্তরপূর্বের এই রাজ্যে। এর মধ্যেই গত বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লা নির্দেশ দেন, সাত দিনের মধ্যে লুট করা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফেরত দিতে হবে। ওই নির্দেশে ইতিবাচক সাড়া মিলল। শেষ পর্বেও অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন অনেকে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি মণিপুরের রাজ্যপাল এক নির্দেশিকায় জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে লুটের অস্ত্র ফেরত না দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। আর যাঁরা প্রশাসনের কাছে অস্ত্র ফেরত দিতে আসবেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সেই নির্দেশিকায় সাড়া দিয়েছেন অনেকেই। মণিপুরের নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ইম্ফলে ১২টি সিএমজি বন্দুক, ৮টি বিভিন্ন রকমের রাইফেল, প্রতিটি রাইফেলের ম্যাগাজিন, একটি আইইডি বিস্ফোরক এবং ৭০ রাউন্ড গুলি নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন বেশ কয়েক জন।

প্রসঙ্গত, অস্ত্র ফেরানো নিয়ে আগেই মণিপুরের মুখ্যসচিব পিকে সিং কড়া বার্তা দিয়েছিলেন রাজ্যবাসীকে। তিনি বলেন, 'সাত দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় অস্ত্র জমা দিতে পারেন মণিপুরবাসী। তবে ওই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেই ব্যাপক অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে নামবে নিরাপত্তাবাহিনী।' বৃহস্পতিবার শেষ হচ্ছে সেই সাত দিন। এর পর কী পদক্ষেপ করে প্রশাসন সেটাই এখন দেখার।

সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি

শ্রীনগর, ২৬ ফেব্রুয়ারি: ভারতীয় সেনাবাহিনীর ট্রাকে হামলা চালাল জঙ্গিরা। বুধবার দুপুরে জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় একটি সেনা ট্রাককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় তারা। পাল্টা জবাব দেয় সেনাও। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর মেলেনি। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। সেনার একটি ট্রাক জম্মুর রাজৌরি জেলায় সুন্দেরবানি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় একদল দুষ্কৃতী গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

দোষী রাজনীতিকদের প্রতি 'নিষ্ঠুরতা'

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি: দোষী সাব্যস্ত রাজনীতিকদের চিরতরে ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার কেড়ে নেওয়া নিষ্ঠুরতা। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানাল নরেন্দ্র মোদির সরকার। আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করে দোষী সাব্যস্ত হওয়া রাজনীতিকদের ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার সারা জীবনের জন্য কেড়ে নেওয়ার আর্জি জানান। এর পাশাপাশি দেশের সাংসদ, বিধায়কদের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারি মামলাগুলি চলছে, সেগুলির দ্রুত

নিষ্পত্তির দাবি জানান তিনি। এই মামলায় কেন্দ্রের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চ।

পাইলটের তৎপরতায় শিকাগোয় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল যাত্রীবাহী বিমান

শিকাগো, ২৬ ফেব্রুয়ারি: রানওয়েতে অবতরণের সময় সামনে চলে এসেছিল অন্য একটি বিমান। পাইলটের তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল যাত্রীবাহী বিমান। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে অবতরণ না করিয়ে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে আবার উড়ে যান। সময়মতো যদি পাইলট বিমানের মুখ না ঘোরাতেন তা হলে বিপদ এড়ানো সম্ভব হত না। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিকাগো মিডওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। সেই মুহূর্তের ভিডিও ধরা পড়েছে বিমানবন্দরের সিসিটিভি ক্যামেরায়। সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, একটি বিমান রানওয়েতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ একটি ছোট বিমান আচমকাই সামনে চলে আসে। একই রানওয়েতে, একই সময়ে দু'টি

বিমান কী ভাবে চলে এল, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ফেডেরাল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের এক যাত্রীবাহী বিমান অবতরণ করছিল। সে সময় অনুমতি ছাড়াই একটি ছোট বিমান হঠাৎ রানওয়েতে ঢুকে পড়ে। ফলে শেষ মুহূর্তে বিমানের অবতরণ বাতিল করতে হয় পাইলটকে। পাইলটের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এফএএ এবং জাতীয় পরিবহণ সুরক্ষা বোর্ড।

সাউথওয়েস্ট এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, ওই সময় বিমানটি রানওয়ের মাত্র ৫০ ফুট উপরে ছিল, কিন্তু সামনে আর একটি বিমান চলে আসায় অবতরণ বাতিল করতে হয় পাইলটকে। তবে ওই ঘটনার কিছু ক্ষণ পর বিমানটি শিকাগো বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করেছে। রাডারের তথ্য অনুযায়ী, ওই ছোট বিমানটি নক্সভিলের দিকে যাচ্ছিল। অন্তত ন'বার বিমানটিকে রানওয়ে থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল। কিন্তু কোনও কারণে চালক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই ভুল থেকেই কী বিপত্তি? তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত মাসেই আমেরিকায় সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারের সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমানের মাঝ আকাশে সংঘর্ষে ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), হাওড়া-৭১১১০১, **৫ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনের 'ডি' ও 'ই' শ্রেণীর স্টেশনে ১৩টি জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ) এবং 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই' ও 'এফ' শ্রেণীর স্টেশনে ৩০টি স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ) হিসেবে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং :** সিএটিজি-অক্ট০৪-২৪। **সিকোয়েন্স নং, লট নং/শ্রেণী, সংরক্ষণ, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্ন রূপ : **এএ/১**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএলপি-জিএমইউ-৪৬-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **এএ/২**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-জিএমইউ-৯-২৪-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **এএ/৩**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-জিএমইউ-১১-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **এএ/৪**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিবিবি-জিএমইউ-৪৭-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১টা। **এএ/৫**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমআরআর-জিএমইউ-৪-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.১০ মিনিট। **এএ/৬**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএইচএলই-জিএমইউ-১০-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.২০ মিনিট। **এএ/৭**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিআইটি-জিএমইউ-৮-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **এএ/৮**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরজেজি-জিএমইউ-৮০-২৪-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **এএ/৯**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-জিএমইউ-১২-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **এএ/১০**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এএইচটি-জিএমইউ-৭৫-২৪-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২টা। **এএ/১১**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেজিএলই-জিএমইউ-৭৩-২৪-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.১০ মিনিট। **এএ/১২**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলসিএই-জিএমইউ-৫২-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.২০ মিনিট। **এএ/১৩**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমএলভি-জিএমইউ-২-২২-১ [ক্যাটারিং - জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **এবি/১**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনজিএফ-এসএমইউ-৪৫-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **এবি/২**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জেএইচবিএন-এসএমইউ-১৫-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। **এবি/৩**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এমজিএই-এসএমইউ-১৮-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা। **এবি/৪**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এএমপি-এসএমইউ-৮৩-২৫-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট। **এবি/৫**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিআরপি-এসএমইউ-৩৪-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.২০ মিনিট। **এবি/৬**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এসএমইউ-৩৭-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **এবি/৭**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এসএমইউ-৪৯-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.৪০ মিনিট। **এবি/৮**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এসএমইউ-৪৮-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ১.৫০ মিনিট। **এবি/৯**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেএনএসএন-এসএমইউ-২৩-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২টো। **এবি/১০**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিডিএইচ-এসএমইউ-২০-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.১০ মিনিট। **এবি/১১**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেকিইউ-এসএমইউ-৫৩-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.২০ মিনিট। **এবি/১২**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এসএমইউ-৪২-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.৩০ মিনিট। **এবি/১৩**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এসএমইউ-৩৩-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.৪০ মিনিট। **এবি/১৪**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিটিআর-এসএমইউ-২১-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ২.৫০ মিনিট। **এবি/১৫**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এলএপি-এসএমইউ-২৭-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩টে। **এবি/১৬**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-সিজিআর-এসএমইউ-৭৯-২৪-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.১০ মিনিট। **এবি/১৭**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এসএমইউ-৫৯-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.২০ মিনিট। **এবি/১৮**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-এসএমইউ-২২-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। **এবি/১৯**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-টিওয়াইএই-এসএমইউ-২৫-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৪০ মিনিট। **এবি/২০**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এসএমইউ-৪৩-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৫০ মিনিট। **এবি/২১**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এসএমইউ-৩৯-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪টে। **এবি/২২**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এসএমইউ-৩৬-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.১০ মিনিট। **এবি/২৩**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-কেপিএলই-এসএমইউ-২৪-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.২০ মিনিট। **এবি/২৪**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-এসিএলই-এসএমইউ-১৯-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.৩০ মিনিট। **এবি/২৫**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-আরসিডি-এসএমইউ-২৬-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.৪০ মিনিট। **এবি/২৬**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-এসএমইউ-১৭-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৪.৫০ মিনিট। **এবি/২৭**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এসএমইউ-৫০-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫টা। **এবি/২৮**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এসএমইউ-৩৮-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.১০ মিনিট। **এবি/২৯**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-জিএমএএন-এসএমইউ-৪৪-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.২০ মিনিট। **এবি/৩০**, সিএটিজি-এইচডব্লুএইচ-বিপিএস-এসএমইউ-১৩-২২-১ [ক্যাটারিং - স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সংরক্ষিত, ১২.০৩.২০২৫ বিকেল ৫.৩০ মিনিট। **রেট ইউনিট** : প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্স ফি। **ট্রিপ/দিন** : প্রতিটির জন্য ১৮২৬। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)** : প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডি:** প্রতিটির জন্য ১০%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার:** প্রতিটির জন্য শূন্য। (HWH-634/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রত্যাশা

বৃহস্পতিবার • ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হল ফাস্ট ট্যাগের নতুন নিয়ম, দেখুন বদলগুলো

গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ থেকে গাড়ির ফাস্ট ট্যাগের নতুন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। টোল ট্যাক্সের দেওয়া ও হিসাবের সরলীকরণের তাগিদে এবং বেআইনি লেনদেন আটকাতে এই নতুন ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে বলে মনে করছে সংস্থা। পাশাপাশি, টোল গেটে গাড়ির দীর্ঘ লাইন থেকে মুক্তি পেতেও এটি সাহায্য করবেন। ন্যাশনাল পেমেন্ট কন্ট্রোল অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) ও কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের তরফ থেকে জারি করা এই নির্দেশিকায় বিশেষ বাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই নিয়ম না মানলে গাড়ির টোল ট্যাক্সের পরিমাণ জরিমানা-সহ দ্বীগুণ হতে পারে।

এক নজরে নতুন ফাস্ট ট্যাগের নিয়ম সারণী

১. টোল গেটে পৌঁছানোর আগে যদি সেই নির্দিষ্ট ফাস্ট ট্যাগটি কালো তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে, তা হলে সেটির পেমেন্ট আটকে দেওয়া হবে। আর, স্ক্যানিংয়ের দশ মিনিট আগেও যদি কোনও কারণে ফাস্ট ট্যাগ কালো তালিকাভুক্ত হয়, তা হলেও পেমেন্ট আটকে যাবে।

২. কোনও টোল স্টেশন পার করার ৭০ মিনিট আগে পর্যন্ত একজন ট্যাগ ব্যবহারকারী সময় পাবেন ট্যাগে কোনও সমস্যা থাকলে সেটি ঠিক করার জন্য।

৩. কালো তালিকাভুক্ত ফাস্ট ট্যাগের ব্যবহারকারীদের টোল বুথে পৌঁছলে ট্যাক্সের দ্বীগুণ টাকা দিতে হবে। যদি কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে ব্যবহারকারী বুঝতে পারেন আর সেটিকে ঠিক করার চেষ্টা করেন, তা হলে একটি মানি-ব্যাকের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

৪. টোল বুথ ছেড়ে যাওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনওরকম ভাবে ট্যাক্স প্রদানের প্রক্রিয়া না শুরু হয়, তা হলে সেই নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হবে।

৫. কালো তালিকাভুক্ত বা লো ব্যালান্সের ফাস্ট ট্যাগের ক্ষেত্রে যদি ভুল লেনদেন হয়, তা হলে ব্যাঙ্ক নিয়ম মেনে চার্জ-ব্যাকের ব্যবস্থা করতে পারবে। এর জন্য সর্বোচ্চ ১৫ দিনের ওয়েটিং পিরিয়ড থাকবে।

ফাস্ট ট্যাগ কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণগুলি কী?

ফাস্ট ট্যাগে এ যদি পর্যাপ্ত ব্যালেন্স না থাকে কিংবা পেমেন্ট সঠিক ভাবে না হয় বা কোনও কারণে টোল ট্যাক্স না দেওয়া হয়, কেওয়াইসি-এর বিবরণ ঠিক সময়ে আপডেট না করা থাকে, এমনকী গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরে কোনও অসঙ্গতি থাকে, তা হলে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। এই কারণে এনপিসিআই কর্তৃক প্রকাশিত নতুন সার্কুলার অনুসারে, সবসময় পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকতে হবে। নইলে হবে বিপদ।

এসআইপিতে মাসে কত টাকা বিনিয়োগ করলে আপনি হতে পারেন লাখপতি

যদি সঠিকভাবে এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে চান তাহলে আগে থেকেই নিজেকে তৈরি করতে হবে। যদি সঠিক পরামর্শ মেনে নিয়ে এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে সঠিক সময় পর ভাল রিটার্ন আসবেই।

যদি এসআইপি থেকে বছরে ১২ শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যায় তাহলে বেশ কয়েকটি হিসাব সকলের সামনে চলে আসবে। যদি মাসে ৬ হাজার টাকা এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ২৫ বছরে সেই টাকা প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকাতে পৌঁছে যাবে। সেখানে আপনার বিনিয়োগ করা অর্থ হবে ১৮ লক্ষ টাকা এবং সুদের পরিমান হবে প্রায় ৯৫ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।

ঠিক তেমনভাবে যদি ১২ শতাংশ হারে সুদ ধরে মাসে ৭৫০০ টাকা ২০ বছর ধরে বিনিয়োগ করা যায় তাহলে আপনার মোট বিনিয়োগের মোট টাকা হবে ৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা। সেখানে আপনার মোট বিনিয়োগ হবে ১৮ লক্ষ টাকা এবং সুদের পরিমান হবে ৫৬ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।যদি মাসে ১০ হাজার টাকা ১৫ বছর ধরে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে আপনার হাতে আসবে ৫০.৪৬ লক্ষ টাকা। সেখানে মোট বিনিয়োগের পরিমান হবে ১৮ লক্ষ টাকা। সুদের পরিমান হবে ৩২.৪৬ লক্ষ টাকা।

এসআইপিতে বিনিয়োগ করার মানে হল আপনাকে দীর্ঘসময় ধরে এখানে বিনিয়োগ করে যেতে হবে। তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর আপনি ভাল লাভের টাকা ঘরে তুলতে পারবেন।

তবে একটা বিষয় মনে রাখবেন এসআইপিতে বিনিয়োগ করার আগে কোনও বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন। যদি আপনি বিনিয়োগ করতে গিয়ে কোনও লোকসানের মুখে পড়েন তাহলে সেখানে আজকাল ডট ইন তার দায় নেবে না। যদি আপনি প্রতি মাসে মাইনে করা চাকরি করেন তাহলে আপনার কাছে এই বিনিয়োগ হতে পারে একটি বিরাট সুযোগ।

মাসে সামান্য টাকা বিনিয়োগ করেই সেখান থেকে আসতে পারে ভাল রিটার্ন।

বিনিয়োগের সেরা ঠিকানা এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড

এসবিআই মানেই হল সকলের কাছে ভরসার জায়গা। এখানে টাকা বিনিয়োগ করার মানে হল সঠিক সময় সঠিক টাকা ফের হাতে পেয়ে যাওয়া। এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডে যদি টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে ভাল টাকা মেয়াদ শেষে হাতে পেয়ে যাবেন।

এসবিআই পিএসইউ ফান্ড

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৭৮ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি এখানে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে তিন বছর পর সেই টাকা ৪.৭৭ লক্ষ টাকা হয়ে যাবে।

এসবিআই লং টার্ম ইক্যুইটি ফান্ড

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৯৫ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন।যদি এখানে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে তিন বছর পর সেই টাকা ৪.০২ লক্ষ টাকা হবে।

এসবিআই ইনফ্রাসট্রাকচার ফান্ড

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৮৩ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি এখানে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ৩ বছর পর হাতে পাবেন ৩.৯৬ লক্ষ টাকা।

এসবিআই হেলথকেয়ার অপরচুনিটি ফান্ড

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৮৯ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি এখানে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ৩ বছরে হাতে পাবেন ৩.৯৫ লক্ষ টাকা।

এসবিআই কন্ট্রা ডাইরেক্ট প্ল্যান

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৬ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ৩ বছর পর হাতে পাবেন ৩.৮৫ লাখ টাকা।

এসবিআই কনসামশান অপরচুনিটি ফান্ড

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৯১ শতাংশ। ৫০০ টাকা থেকে এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ৩ বছর পর হাতে পাবেন ৩.৪৯ লক্ষ টাকা।

এসবিআই ম্যাগনাম মিড ক্যাপ ফান্ড

এখানে রেশিও রয়েছে ০.৮১ শতাংশ। এখানে ৫০০ টাকা থেকে বিনিয়োগ করতে পারেন। যদি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তাহলে ৩ বছরে ৩.৪ লক্ষ টাকা হাতে পাবেন।

তবে যেকোনও বিনিয়োগের আগে এবিষয়ে ভাল করে খোঁজ নিয়ে তারপর বিনিয়োগ করবেন। যদি আপনি লোকসানে পড়েন তাহলে তার দায় আজকাল ডট ইন নেবে না।

সোনা এসবিআহ ব্যাঙ্কের লকারে রাখলেই মিলছে সুদ!

ঘরে বা লকারে পড়ে থাকা সোনা ব্যাঙ্কে জমা রেখে নিখরচায় সুদ বা সোনা আয় করতে পারেন আপনি। (BI Revamped Gold Deposit Scheme (R-GDS)-এর অধীনে আপনি আপনার সোনা নিরাপদে রাখতে এবং এর উপর সুদও পেতে পারেন। এবার জেনে নেওয়া যাক এই স্কিমের খুঁটিনাটি...

R-GDS কী?

এসবিআই রিভ্যাম্পড গোল্ড ডিপোজিট স্কিমের অধীনে, আপনি পড়ে থাকাস সোনা জমা করতে পারেন যা তাদের সুরক্ষা, সুদে আয় এবং আরও অনেক কিছু প্রদান করবে।

সোনা কীভাবে জমা করবেন?

এই স্কিমে সোনা বা গয়না জমা করতে চান এমন গ্রাহকদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত শাখাগুলিতে যেতে হবে। তাদেরকে সোনা জমা দেওয়ার আবেদনপত্র, আমানতকারীদের স্বাক্ষরিত কেওয়াইসি নথি এবং প্রকল্পের জন্য চাহিদাসম্পন্ন শর্তাবলী স্বীকৃত কপি মুম্বইয়ের নোডাল শাখায় অথবা যেকোনোও একটি নির্ধারিত শাখায় জমা দিতে হবে। এই শাখাগুলির বিবরণ এসবিআইয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

R-GDS- প্রকল্পে সোনা জমা করার উপায়

এই প্রকল্পে একজন গ্রাহক দু'টি বিভাগে সোনা জমা করতে পারেন।

- প্রথম বিভাগে, সোনা ১-৩ বছরের জন্য জমা করা হয়। এটিকে স্বল্পমেয়াদী ব্যাঙ্ক আমানত (STBD) বলা হয়।
- দ্বিতীয় বিভাগটিকে মাঝারি-মেয়াদী সরকারি আমানত (MTGD) বলা হয়। যার মেয়াদপূর্তির সময়কাল ৫-৭ বছর।
- তৃতীয় বিভাগে দীর্ঘমেয়াদী সরকারি আমানতের ([illegible]) অধীনে সোনা ১২-১৫ বছরের জন্য স্থির করা যেতে পারে।

সোনা জমার উপর আপনি কত সুদ পেতে পারেন?

স্বল্পমেয়াদী ব্যাঙ্ক আমানতের অধীনে, এক বছরের জন্য বার্ষিক ০.৫৫ শতাংশ সুদ পাওয়া যায়, যেখানে দুই বছর এবং তার বেশি সময়ের জন্য, এসবিআই বার্ষিক ০.৬০ শতাংশ সুদ দেয়। মাঝারি মেয়াদী বিভাগে, পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য আমানত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, আপনি ২.২৫ শতাংশ বার্ষিক সুদ পাবেন।

একইভাবে, আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী সরকারি আমানত অর্থাৎ ১২ থেকে ১৫ বছর বেছে নেন, তাহলে আপনি ২.৫০ শতাংশ সুদ পাবেন।

MTGD এবং [illegible]-এর ক্ষেত্রে, আপনার মূলধন সোনা হিসেবে গণ্য হবে, তবে প্রতি বছর ৩১ মার্চ অথবা মেয়াদপূর্তিতে ভারতীয় টাকায় সুদ প্রদান করা হবে।

মেয়াদপূর্তি

ফিক্সড ডিপোজিট-এর মেয়াদপূর্তির সময়সীমা শেষ হওয়ার পর, গ্রাহকের কাছে সুদের সঙ্গে গ্রাহকের সোনা নেওয়ার দু'টি বিকল্প রয়েছে। হয় গ্রাহক সোনার আকারে তা ফেরত নিতে পারেন অথবা তিনি সোনার বর্তমান মূল্যের সমতুল্য নগদ নিতে পারেন।

R-GDS কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

সোনার মুদ্রাকরণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে সরকার ২০১৫ সালে এই প্রকল্পটি শুরু করেছিল। এই স্কিমটি ১৯৯৯ সালের গোল্ড ডিপোজিট স্কিমকে প্রতিস্থাপন করেছে।

কর দায়

এই স্কিমের অধীনে কোনও টিডিএস কাটা হয় না।

মেয়াদপূর্তিতে কী আপনি একই সোনা পাবেন?

সার্টিফিকেটে উল্লেখিত পরিমাণ অনুসারে সোনা বার আকারে ফেরত দেওয়া হবে।

মাইনে বৃদ্ধির পরও ইনফোসিস কর্মীরা খুশি নয়, কারণ জানলে অবাক হবেন

মাইনে বেড়ে গেল ইনফোসিসের কর্মীদের। তবে তারা একটুও খুশি নয়। এর কারণ হল যে পরিমান টাকা তারা বিগত বছরে পেয়েছিলেন সেই পরিমান টাকা তাদের চলতি বছরে বাড়েনি।

যেটা জানা গিয়েছে এই আইটি কোম্পানিটি প্রতিটি স্টাফকে যে পরিমান মাইনে বাড়িয়েছে তার পরিমান হল ৫ থেকে ৮ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদের কাজের ভিত্তিতেই তারা এই মাইনে বাড়িয়েছে। আর এখানেই তারা বেজায় চটে রয়েছে। মুখে কিছু না বললেও তারা যে এই মাইনে নিয়ে যে খুশি নয় সেটা তারা আকারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের কর্মীদের তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে মাইনে বাড়িয়েছে। যাদের কাজ সবথেকে বেশি ভাল হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠান মনে করেছে তারা অনেক বেশি টাকা পেয়েছে। যাদের বিগত বছরে অসাধারণ পারফরম্যান্স হয়েছে তারা অনেক বেশি পরিমান টাকা পেয়েছে।

ইনফোসিসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যেসব কর্মচারীরা সাধারণ মাপের কাজ করেছেন তারা ৫ থেকে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছেন। যারা তাদের থেকে আরেকটু ভাল কাজ করেছেন তারা ৭ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছেন। আর যারা অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছেন তারা ১০ থেকে ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছেন।

তবে বাকি সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারে মাইনে বৃদ্ধি হয়েছে। এখানেই শেষ নয় কোম্পানির পারফরম্যান্স বোনাস যে এরফলে অনেকটাই প্রভাবিত হবে সেটাও বুঝে গিয়েছেন এখানকার কর্মীরা। ইনফোসিসের বর্তমানে ৩.৩৪ লক্ষ কর্মচারী রয়েছে। তাদের বিগত বছরের কাজের হিসাব অনুসারেই তাদের মাইনে বাড়ানো হয়েছে। তবে সকল কর্মীরা এর থেকে বেশি কিছু আশা করেছিলেন ইনফোসিসের কাছে।

ইনফোসিসের চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার জানিয়েছেন, কাজের নিরিখেই তারা প্রতি বছর কর্মীদের বোনাসের দিকটি দেখে থাকেন।

সেখানে কর্মীদের নতুন করে কিছু বলার থাকতে পারে না। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এখানে ১৫ হাজার নতুন কর্মীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবর্ষে এর পরিমান আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।